দ্বাদশ অধ্যায়

কুমার ও অন্যান্যদের সৃষ্টি

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

ইতি তে বর্ণিতঃ ক্ষত্তঃ কালাখ্যঃ পরমাত্মনঃ ।
মহিমা বেদগর্ভোঽথ যথাস্রাক্ষীন্নিবোধ মে ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয় বললেন; ইতি—এইভাবে; তে—আপনাকে; বর্ণিতঃ—বর্ণনা করা হয়েছে; ক্ষত্তঃ—হে বিদুর; কাল-আখ্যঃ—শাশ্বত কাল নামক; পরমাত্মনঃ—পরমাত্মার; মহিমা—যশোগাথা; বেদ-গর্ভঃ—বেদের উৎস ব্রহ্মা; অথ—তারপর; যথা—ঠিক যেমন; অস্রাক্ষীৎ—সৃষ্টি করেছিলেন; নিবোধ—বুঝতে চেষ্টা কর; মে—আমার কাছ থেকে।

অনুবাদ

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—হে অভিজ্ঞ বিদুর। এতক্ষণ আমি আপনার কাছে পরমেশ্বর ভগবানের কাল নামক রূপের মহিমা বর্ণনা করলাম। এখন আপনি আমার কাছে বেদগর্ভ ব্রহ্মার সৃষ্টি সম্বন্ধে শ্রবণ করুন।

শ্লোক ২

সসর্জাগ্রেঽন্ধতামিস্রমথ তামিস্রমাদিকৃৎ ।
মহামোহং চ মোহং চ তমশ্চাজ্ঞানবৃত্তয়ঃ ॥ ২ ॥

সসর্জ—সৃষ্টি করেছিলেন; অগ্রে—প্রথমে; অন্ধ-তামিস্রম্—মৃত্যুর অনুভূতি; অথ—তারপর; তামিস্রম্—নৈরাশ্যজনিত ক্রোধ; আদি-কৃৎ—এই সমস্ত; মহা-মোহম্—উপভোগের সামগ্রীর উপর প্রভুত্ব; চ—ও; মোহম্—ভ্রান্তিমূলক ধারণা; চ—ও; তমঃ—আত্মজ্ঞান বিষয়ে অজ্ঞতা; চ—ও; অজ্ঞান—অবিদ্যা; বৃত্তয়ঃ—বৃত্তিসমূহ।

অনুবাদ

ব্রহ্মা প্রথমে জীবের স্বরূপের অপ্রকাশক তম, দেহাদিতে অহংবুদ্ধি এবং মোহ ও ভোগের ইচ্ছা, তামিস্র বা ভোগেচ্ছার বাধা থেকে ক্রোধের সঞ্চার, অন্ধতামিস্র বা ভোগ্যবস্তুর নাশে আমার মৃত্যু ঘটল এইরূপ বুদ্ধি—এই সমস্ত এবং অন্যান্য অজ্ঞান বৃত্তিসমূহ সৃষ্টি করেছিলেন।

তাৎপর্য

বিভিন্ন যোনিতে বিভিন্ন প্রকার জীব যথার্থভাবে সৃষ্টি করার পূর্বে, ব্রহ্মা সেই সমস্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিলেন যার অধীনে জীবেদের ভৌতিক জগতে থাকতে হয়। জীব তার প্রকৃত স্বরূপের কথা ভুলে না গেলে, তার পক্ষে জড় জগতের বদ্ধ অবস্থায় থাকা অসম্ভব। তাই জড় অস্তিত্বের প্রথম অবস্থা হচ্ছে প্রকৃত স্বরূপ-বিস্মৃতি, এবং স্বরূপ-বিস্মৃতির ফলে জীব নিশ্চিতরূপে মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়, যদিও শুদ্ধ আত্মা জন্ম-মৃত্যুরহিত। জড়া প্রকৃতির সঙ্গে এইভাবে ভ্রান্ত সম্পর্কের ফলে, উচ্চতর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দ্বারা প্রদত্ত বিষয়ের উপর ভ্রান্তভাবে প্রভুত্ব করার প্রবণতা দেখা দেয়। শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপন করার জন্য এবং বদ্ধ অবস্থায় আত্ম উপলব্ধির কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করার জন্য জীবকে সর্বপ্রকার জড়জাগতিক সুযোগ-সুবিধাগুলি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ার ফলে বদ্ধ জীব পরমেশ্বর ভগবানের সম্পত্তির উপর ভ্রান্তভাবে আধিপত্য করার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই শ্লোক থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ব্রহ্মা স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবানের সৃষ্টি, আর পাঁচ প্রকার অবিদ্যা যা বদ্ধ জীবদের জড় অস্তিত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে, সেইগুলি ব্রহ্মার সৃষ্টি। যখন দেখা যায় যে, বদ্ধ জীব কিভাবে ব্রহ্মার যাদু-দণ্ডের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, তখন জীবাত্মাকে পরমেশ্বর ভগবানের সমকক্ষ বলে মনে করা যে কত হাস্যকর, তা অনুভব করা যায়। এখানে যে পাঁচ প্রকার অবিদ্যার কথা বর্ণনা করা হয়েছে, পতঞ্জলিও তা স্বীকার করেন।

শ্লোক ৩

দৃষ্ট্বা পাপীয়সীং সৃষ্টিং নাত্মানং বহ্বমন্যত ।
ভগবদ্ধ্যানপূতেন মনসান্যাং ততোঽসৃজৎ ॥ ৩ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; **পাপীয়সীম্**—পাপপূর্ণ; **সৃষ্টিম্**—সৃষ্টি; **ন**—করেননি; **আত্মানম্**—নিজেকে; **বহু**—বহু আনন্দ; **অমন্যত**—অনুভব করেছিলেন; **ভগবৎ**—শ্রীভগবানের

উপর; ধ্যান—ধ্যান; পূতেন—তার দ্বারা পবিত্র হয়ে; মনসা—এই প্রকার মনোবৃত্তির দ্বারা; অন্যাম্—অন্য; ততঃ—তারপর; অসৃজৎ—সৃষ্টি করেছিলেন।

অনুবাদ

এই প্রকার ভ্রমোৎপাদক সৃষ্টিকে পাপীয়সী কৃত্য বলে দর্শন করে, ব্রহ্মা তাঁর কার্যকলাপে অধিক আনন্দ অনুভব করেননি, এবং তাই তিনি ভগবানের ধ্যান করার মাধ্যমে তাঁর অন্তঃকরণ নির্মল করে অন্যান্য সৃষ্টি শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

যদিও ব্রহ্মা অবিদ্যার বিভিন্ন প্রকার প্রভাব সৃষ্টি করেছিলেন, তবুও সেই ধন্যবাদহীন কার্য সম্পন্ন করে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। কিন্তু তাঁকে তা করতে হয়েছিল, কেননা অধিকাংশ বদ্ধ জীব সেই রকমই আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় (১৫/১৫) বলেছেন যে, তিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন, এবং সকলকে স্মরণ করাতে এবং ভুলিয়ে রাখতে সহায়তা করেন। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, পরম কৃপাময় ভগবান কেন একজনকে স্মরণ করাতে সাহায্য করেন আর অন্য জনকে ভুলিয়ে রাখেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর কৃপা পক্ষপাত এবং শত্রুতা প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রকাশ পায় না। ভগবানের বিভিন্ন অংশ জীব ভগবানের সমস্ত গুণে গুণান্বিত হওয়ার ফলে তার মধ্যে আংশিক স্বাতন্ত্র্যও রয়েছে। অজ্ঞানের বশে কখনও কখনও কেউ কেউ সেই স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহার করতে পারে। জীব যখন তার স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহার করে অবিদ্যায় অধঃপতিত হয়, তখন পরম করুণাময় ভগবান সর্বপ্রথমে তাকে রক্ষা করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু জীব যখন নরকে অধঃপতিত হতে বদ্ধপরিকর হয়, তখন ভগবান তাকে তার প্রকৃত অবস্থা ভুলে যেতে সাহায্য করেন। ভগবান অধোগামী জীবদের নিম্নতর স্তরে অধঃপতিত হতে সাহায্য করেন, যাতে তারা বুঝতে পারে তাদের স্বাধীনতার অপব্যবহার করে তারা সুখী হতে পারবে কিনা।

প্রায় সমস্ত বদ্ধ জীবেরাই তাদের স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহার করার ফলে এই জড় জগতে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে, এবং তাই পাঁচ প্রকার অবিদ্যা তাদের উপর আরোপ করা হয়েছে। ভগবানের বিশ্বস্ত সেবকরূপে ব্রহ্মা প্রয়োজনের তাগিদে এইগুলি সৃষ্টি করেন, কিন্তু তা করে তিনি সুখী হননি, কেননা ভগবানের ভক্তরূপে তিনি স্বভাবতই কাউকে তার প্রকৃত অবস্থান থেকে পতিত হতে দেখতে চান না। যারা আত্ম উপলব্ধির মার্গ অবলম্বন করতে চায় না, তারা তাদের কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা ভগবানের কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়, এবং ব্রহ্মা নিশ্চিতভাবে সেই প্রক্রিয়ায় তাদের সাহায্য করেন।

শ্লোক ৪

সনকং চ সনন্দং চ সনাতনমথাত্মভূঃ ।
সনৎকুমারং চ মুনীন্নিষ্ক্রিয়ানূর্ধ্বরেতসঃ ॥ ৪ ॥

সনকম্—সনক; **চ**—ও; **সনন্দম্**—সনন্দ; **চ**—এবং; **সনাতনম্**—সনাতন; **অথ**—তারপর; **আত্ম-ভূঃ**—স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা; **সনৎ-কুমারম্**—সনৎকুমারকে; **চ**—ও; **মুনীন্**—মহর্ষিগণ; **নিষ্ক্রিয়ান্**—সকাম কর্ম থেকে মুক্ত; **ঊর্ধ্ব-রেতসঃ**—যাদের বীর্য ঊর্ধ্বগামী।

অনুবাদ

প্রথমে ব্রহ্মা সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার নামক চারজন মহর্ষিকে সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন ঊর্ধ্বরেতা এবং তাই তাঁরা জড়জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হতে অনিচ্ছুক ছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবানের ইচ্ছায় অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়া যাদের ভাগ্যে ছিল, তাদের জন্য ব্রহ্মা যদিও প্রয়োজনের তাগিদে অবিদ্যার তত্ত্ব সৃষ্টি করেছিলেন, তবুও এই প্রকার অপ্রশংসনীয় কার্য সম্পাদন করে তিনি সন্তুষ্ট হননি। তাই তিনি জ্ঞানের চারটি তত্ত্ব সৃষ্টি করেছিলেন, সেইগুলি হচ্ছে—জড়জাগতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণাত্মক অভিজ্ঞতালব্ধ দর্শন বা সাংখ্য; জড় জগতের বন্ধন থেকে শুদ্ধ আত্মার মুক্তির পন্থা বা যোগ; পারমার্থিক উপলব্ধির সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্য জড়-সুখভোগ থেকে সম্পূর্ণ বিরতি তথা বৈরাগ্য; এবং পারমার্থিক সিদ্ধিলাভের জন্য স্বেচ্ছায় বিভিন্ন প্রকার কৃচ্ছ্রসাধনের ব্রত বা তপস্যা। ব্রহ্মা সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমারকে সৃষ্টি করেছিলেন পারমার্থিক উন্নতিসাধনের এই চারটি তত্ত্বের দায়িত্বভার অর্পণ করার জন্য, এবং তাঁরা ভক্তির বিকাশের জন্য তাঁদের নিজেদের সম্প্রদায় প্রবর্তন করেছিলেন যা প্রথমে কুমার-সম্প্রদায় নামে পরিচিত ছিল, এবং পরবর্তীকালে নিম্বার্ক-সম্প্রদায় নামে বিখ্যাত হয়েছে। এই সমস্ত মহর্ষিরা ভগবানের মহান ভক্ত হয়েছিলেন, কেননা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তি ব্যতীত কখনই কোন প্রকার পারমার্থিক কার্যকলাপে সাফল্য লাভ করা যায় না।

শ্লোক ৫

তান্ বভাষে স্বভূঃ পুত্রান্ প্রজাঃ সৃজত পুত্রকাঃ ।
তন্নৈচ্ছন্মোক্ষধর্মাণো বাসুদেবপরায়ণাঃ ॥ ৫ ॥

তান্—কুমারদের, যাঁদের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে; বভাষে—বলা হয়েছে; স্বভূঃ—ব্রহ্মা; পুত্রান্—পুত্রদের; প্রজাঃ—সন্তান-সন্ততি; সৃজত—সৃষ্টি করতে; পুত্রকাঃ—হে পুত্রগণ; তৎ—তা; ন—না; ঐচ্ছন্—ইচ্ছা করেছিলেন; মোক্ষ-ধর্মাণঃ—মোক্ষধর্মনিষ্ঠ; বাসুদেব—পরমেশ্বর ভগবান; পরায়ণাঃ—ভক্তিভাব সমন্বিত।

অনুবাদ

ব্রহ্মা তাঁর পুত্রদের সৃষ্টি করে তাঁদের বললেন, "হে পুত্রগণ! এখন তোমরা প্রজা সৃষ্টি কর।" কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হওয়ার ফলে, মোক্ষধর্মনিষ্ঠ কুমারেরা সেই কার্যে তাঁদের অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন।

তাৎপর্য

কুমারগণ তাঁদের মহান পিতা ব্রহ্মার অনুরোধ সত্ত্বেও গার্হস্থ্যধর্ম অবলম্বন করতে অস্বীকার করেন। যারা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী, তাদের পারিবারিক বন্ধনের মিথ্যা সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া উচিত নয়। কেউ প্রশ্ন করতে পারে, কুমারগণ কিভাবে তাঁদের পিতা, এবং সর্বোপরি ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ব্রহ্মার নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করেছিলেন। তার উত্তরে বলা যায় যে, যাঁরা বাসুদেবপরায়ণ বা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি নিষ্ঠাসহকারে ভক্তিপরায়ণ, তাঁদের অন্য কোন দায়দায়িত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৫/৪১) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্ ।
সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তম্ ॥

"যে ব্যক্তি সমস্ত জড়জাগতিক সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে মুক্তিপ্রদানকারী এবং একমাত্র শরণ্য পরমেশ্বর ভগবান মুকুন্দের শ্রীপাদপদ্মের পরম আশ্রয় অবলম্বন করেছেন, তিনি দেবতাদের, পিতৃদের, মহর্ষিদের, অন্য জীবদের, আত্মীয়-স্বজনদের এবং মানবসমাজের সদস্যদের কারও কাছে ঋণী নন, এবং কারোরই সেবক নন।" তাই গৃহস্থ হওয়ার ব্যাপারে তাঁদের প্রতি তাঁদের মহান পিতার অনুরোধ অস্বীকার করায় তাঁদের কোন রকম অন্যায় হয়নি।

শ্লোক ৬

সোঽবধ্যাতঃ সুতৈরেবং প্রত্যাখ্যাতানুশাসনৈঃ ।
ক্রোধং দুর্বিষহং জাতং নিয়ন্তুমুপচক্রমে ॥ ৬ ॥

সঃ—তিনি (ব্রহ্মা); অবধ্যাতঃ—এইভাবে অপমানিত হয়ে; সুতৈঃ—তাঁর পুত্রগণ কর্তৃক; এবম্—এইভাবে; প্রত্যাখ্যাত—আদেশ পালনে অস্বীকার করে; অনুশাসনৈঃ—তাঁদের পিতার আদেশ; ক্রোধম্—ক্রোধ; দুর্বিষহম্—অসহ্য; জাতম্—এইভাবে উৎপন্ন হয়েছিল; নিয়ন্তুম্—নিয়ন্ত্রণ করতে; উপচক্রমে—যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন।

অনুবাদ

তাঁদের পিতার আদেশ পালন করতে অস্বীকার করার ফলে, ব্রহ্মার অন্তরে দুর্বিষহ ক্রোধ উৎপন্ন হয়েছিল, যা তিনি তখন সংবরণ করতে চেষ্টা করেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা হচ্ছেন জড়া প্রকৃতির রজোগুণের প্রধান পরিচালক। তাই তাঁর পুত্রেরা তাঁর আদেশ পালনে অবহেলা করায় তাঁর ক্রুদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক ছিল। যদিও আদেশ পালনে অস্বীকার করায় কুমারদের এই আচরণ ন্যায়সঙ্গত ছিল, তবুও রজোগুণে মগ্ন হওয়ার ফলে ব্রহ্মা তাঁর দুর্বিষহ ক্রোধ সংবরণ করতে পারেননি। তিনি তাঁর সেই ক্রোধ প্রকাশ করেননি, কেননা তিনি জানতেন যে, তাঁর পুত্রেরা পারমার্থিক প্রগতির পথে তাঁর থেকে অনেক বেশি উন্নত ছিলেন, এবং তাই তাঁদের সামনে তাঁর ক্রোধ প্রকাশ করা অসমীচীন হত।

শ্লোক ৭

ধিয়া নিগৃহ্যমাণোঽপি ভ্রুবোর্মধ্যাৎপ্রজাপতেঃ ।
সদ্যোঽজায়ত তন্মন্যুঃ কুমারো নীললোহিতঃ ॥ ৭ ॥

ধিয়া—বুদ্ধির দ্বারা; নিগৃহ্যমাণঃ—নিয়ন্ত্রিত হয়ে; অপি—সত্ত্বেও; ভ্রুবোঃ—ভ্রূর; মধ্যাৎ—মধ্য থেকে; প্রজাপতেঃ—ব্রহ্মার; সদ্যঃ—তৎক্ষণাৎ; অজায়ত—উৎপন্ন হয়েছিল; তৎ—তাঁর; মন্যুঃ—ক্রোধ; কুমারঃ—একটা শিশু; নীল-লোহিতঃ—নীল এবং লাল বর্ণের মিশ্রণ।

অনুবাদ

যদিও তিনি তাঁর ক্রোধ সংবরণ করার চেষ্টা করেছিলেন, তবুও তা তাঁর ভুরুর মধ্য থেকে বেরিয়ে এসেছিল, এবং তৎক্ষণাৎ নীল-লোহিত বর্ণের একটি শিশু উৎপন্ন হয়েছিল।

তাৎপর্য

ক্রোধ অজ্ঞান থেকে উৎপন্ন হোক অথবা জ্ঞান থেকে উৎপন্ন হোক, তার রূপ একই। ব্রহ্মা যদিও তাঁর ক্রোধ সংবরণ করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হওয়া সত্ত্বেও তিনি তা করতে সক্ষম হননি। সেই ক্রোধ তার প্রকৃত রং নিয়ে রুদ্ররূপে ব্রহ্মার ভ্রূ-যুগলের মধ্য থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। ক্রোধ রজ এবং তমোগুণ থেকে উৎপন্ন হয়, তাই তার বর্ণ নীল (তমোগুণ) ও লোহিত (রজোগুণ)।

শ্লোক ৮

স বৈ রুরোদ দেবানাং পূর্বজো ভগবান্ ভবঃ।
নামানি কুরু মে ধাতঃ স্থানানি চ জগদ্গুরো ॥ ৮ ॥

সঃ—তিনি; বৈ—নিশ্চয়ই; রুরোদ—উচ্চস্বরে ক্রন্দন করেছিলেন; দেবানাম্ পূর্বজঃ—সমস্ত দেবতাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ; ভগবান্—সবচাইতে শক্তিমান; ভবঃ—শিব; নামানি—বিভিন্ন নামে; কুরু—নির্ধারিত করুন; মে—আমার; ধাতঃ—হে ভাগ্যবিধায়ক; স্থানানি—স্থানসমূহ; চ—ও; জগৎ-গুরো—হে বিশ্বগুরু।

অনুবাদ

তাঁর জন্মের পর তিনি ক্রন্দন করতে করতে বলতে লাগলেন—হে বিধাতা। হে জগদ্গুরু! দয়া করে আপনি আমার নাম ও স্থানসমূহ নির্দেশ করে দিন।

শ্লোক ৯

ইতি তস্য বচঃ পাদ্মো ভগবান্ পরিপালয়ন্।
অভ্যধাদ্ভদ্রয়া বাচা মা রোদীস্তৎকরোমি তে ॥ ৯ ॥

ইতি—এইভাবে; তস্য—তাঁর; বচঃ—অনুরোধ; পাদ্মঃ—পদ্মফুল থেকে যাঁর জন্ম হয়েছে; ভগবান্—শক্তিমান; পরিপালয়ন্—অনুরোধ স্বীকার করে; অভ্যধাৎ—শান্ত করেছিলেন; ভদ্রয়া—স্নিগ্ধতা সহকারে; বাচা—বাণী; মা—করো না; রোদীঃ—ক্রন্দন; তৎ—তা; করোমি—আমি করব; তে—যেভাবে তুমি বাসনা করেছ।

অনুবাদ

পদ্মযোনি ভগবান ব্রহ্মা তখন মৃদু বাক্যের দ্বারা সেই বালকটিকে শান্ত করেন, এবং তাঁর অনুরোধ স্বীকার করে বললেন—ক্রন্দন করো না। তুমি যা চেয়েছ তা আমি অবশ্যই করব।

শ্লোক ১০

যদরোদীঃ সুরশ্রেষ্ঠ সোদ্বেগ ইব বালকঃ ।
ততস্ত্বামভিধাস্যন্তি নাম্না রুদ্র ইতি প্রজাঃ ॥ ১০ ॥

যৎ—যেহেতু; অরোদীঃ—উচ্চস্বরে ক্রন্দন করেছ; সুর-শ্রেষ্ঠ—হে দেবশ্রেষ্ঠ; স-উদ্বেগঃ—গভীর উৎকণ্ঠা সহকারে; ইব—মতো; বালকঃ—বালক; ততঃ—সেই জন্য; ত্বাম্—তুমি; অভিধাস্যন্তি—অভিহিত হবে; নাম্না—নামের দ্বারা; রুদ্রঃ—রুদ্র; ইতি—এইভাবে; প্রজাঃ—প্রজাসমূহ।

অনুবাদ

তারপর ব্রহ্মা বললেন—হে সুরশ্রেষ্ঠ। যেহেতু তুমি উৎকণ্ঠিত হয়ে ক্রন্দন করেছ, তাই প্রজাসমূহ তোমাকে রুদ্র নামে অভিহিত করবে।

শ্লোক ১১

হৃদিন্দ্রিয়াণ্যসুর্ব্যোম বায়ুরগ্নির্জলং মহী ।
সূর্যশ্চন্দ্রস্তপশ্চৈব স্থানান্যগ্রে কৃতানি তে ॥ ১১ ॥

হৃৎ—হৃদয়; ইন্দ্রিয়াণি—ইন্দ্রিয়সমূহ; অসুঃ—প্রাণবায়ু; ব্যোম—আকাশ; বায়ুঃ—পবন; অগ্নিঃ—আগুন; জলম্—জল; মহী—পৃথিবী; সূর্যঃ—সূর্য; চন্দ্রঃ—চন্দ্র; তপঃ—তপশ্চর্যা; চ—এবং; এব—নিশ্চয়ই; স্থানানি—এই সমস্ত স্থানসমূহ; অগ্রে—পূর্বে; কৃতানি—পূর্বকৃত; তে—তোমার জন্য।

অনুবাদ

হে পুত্র! হৃদয়, ইন্দ্রিয়, প্রাণবায়ু, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র ও তপস্যা—এই সমস্ত স্থান আমি পূর্বেই তোমার জন্য নির্ধারিত করে রেখেছি।

তাৎপর্য

রজোগুণ থেকে উদ্ভূত এবং তমোগুণের দ্বারা আংশিকভাবে স্পৃষ্ট ব্রহ্মার ক্রোধের ফলে তাঁর ভ্রূর মধ্য থেকে রুদ্রের এই সৃষ্টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভগবদ্গীতায় (৩/৩৭) রুদ্রের তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে। ক্রোধ কামের পরিণাম, যা হচ্ছে রজোগুণের ফল। কাম এবং লোভ যখন অতৃপ্ত হয়, তখন ক্রোধের উদয় হয়, যা হচ্ছে বদ্ধ জীবের সবচাইতে বড় শত্রু। এই সব থেকে পাপপূর্ণ এবং অপকারী রজোগুণের প্রতিনিধি হচ্ছে অহঙ্কার বা নিজেকে সর্বেসর্বা বলে মনে করার মিথ্যা আত্মকেন্দ্রিক বৃত্তি। সম্পূর্ণরূপে জড়া প্রকৃতি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বদ্ধ জীবের এই প্রকার আত্মকেন্দ্রিক বৃত্তিকে ভগবদ্গীতায় বিমূঢ়তা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অহঙ্কারের এই বৃত্তি হচ্ছে হৃদয়ে রুদ্রতত্ত্বের প্রকাশ, যার থেকে ক্রোধের উদয় হয়। এই ক্রোধের উদয় হয় হৃদয়ে এবং তা চক্ষু, হস্ত, পদ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়সমূহের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। কোন মানুষ যখন ক্রুদ্ধ হয়, তখন সেই ক্রোধ তার আরক্তিম চক্ষুর মাধ্যমে এবং কখনও কখনও হাত মুঠো করার মাধ্যমে ও পদসঞ্চালনের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। রুদ্রতত্ত্বের এই প্রদর্শন এই সমস্ত স্থানে রুদ্রের উপস্থিতি প্রমাণ করে। কোন মানুষ যখন ক্রুদ্ধ হয়, তখন সে জোরে জোরে শ্বাস নেয়, এইভাবে প্রাণবায়ুতে অথবা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়ার মাধ্যমে রুদ্রের উপস্থিতি অনুভব করা যায়। যখন আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হয়ে ক্রোধে গর্জন করে, এবং যখন প্রবলভাবে বায়ু প্রবাহিত হয়, তখন রুদ্রতত্ত্বের প্রকাশ হয়, এবং তেমনই যখন সমুদ্রের জল বায়ুর দ্বারা বিক্ষুব্ধ হয়, তখন তা হচ্ছে রুদ্রের বিষাদাচ্ছন্ন রূপ, যা সাধারণ মানুষের কাছে অত্যন্ত ভয়ানক বলে মনে হয়। যখন অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, তখন রুদ্রের উপস্থিতি অনুভব করা যায়, এবং যখন পৃথিবীতে প্লাবন হয়, তখনও আমরা বুঝতে পারি যে, সেইটিও রুদ্রের প্রতিনিধি।

পৃথিবীতে বহু প্রাণী রয়েছে যারা নিরন্তর রুদ্রতত্ত্বের প্রতিনিধিত্ব করে। সাপ, বাঘ ও সিংহ সর্বদা রুদ্রের প্রতিনিধি। কখনও কখনও সূর্যের প্রবল তাপে সর্দিগর্মি হয়ে মানুষ অচৈতন্য হয়, এবং কখনও আবার চন্দ্রজনিত চরম ঠাণ্ডায় মানুষ সংজ্ঞা হারায়। তপশ্চর্যার প্রভাবে শক্তিসম্পন্ন বহু ঋষি, যোগী, দার্শনিক ও সন্ন্যাসী রয়েছে, যারা রুদ্রতত্ত্বের প্রভাবে ক্রোধ এবং রজোগুণ থেকে অর্জিত শক্তি প্রদর্শন

করে। মহান যোগী দুর্বাসা রুদ্রতত্ত্বের প্রভাবে মহারাজ অম্বরীষের সঙ্গে কলহ করেছিলেন, এবং এক ব্রাহ্মণ-বালক মহারাজ পরীক্ষিৎকে অভিশাপ দিয়ে রুদ্রতত্ত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। ভগবদ্ভক্তিবিহীন ব্যক্তি যখন রুদ্রতত্ত্ব প্রদর্শন করে, তখন সেই ক্রুদ্ধ ব্যক্তি তার উচ্চ পদমর্যাদার শিখর থেকে অধঃপতিত হয়। সেই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০/২/৩২)

পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক হওয়ার মিথ্যা ও অযৌক্তিক দাবি করার ফলে নির্বিশেষবাদীদের যে পতন হয় তা সবচাইতে শোচনীয়।

শ্লোক ১২

মন্যুর্মনুর্মহিনসো মহাঞ্ছিব ঋতধ্বজঃ ।
উগ্ররেতা ভবঃ কালো বামদেবো ধৃতব্রতঃ ॥ ১২ ॥

মন্যুঃ, মনুঃ, মহিনসঃ, মহান্, শিবঃ, ঋতধ্বজঃ, উগ্ররেতাঃ, ভবঃ, কালঃ, বামদেবঃ, ধৃতব্রতঃ—এই সবই রুদ্রের নাম।

অনুবাদ

ব্রহ্মা বললেন—হে প্রিয় কুমার রুদ্র। তোমার এগারটি আরও নাম রয়েছে, সেইগুলি হচ্ছে—মন্যু, মনু, মহিনস, মহান, শিব, ঋতধ্বজ, উগ্ররেতা, ভব, কাল, বামদেব ও ধৃতব্রত।

শ্লোক ১৩

ধীর্ধৃতিরসলোমা চ নিয়ুৎসর্পিরিলাম্বিকা ।
ইরাবতী স্বধা দীক্ষা রুদ্রাণ্যো রুদ্র তে স্ত্রিয়ঃ ॥ ১৩ ॥

ধীঃ, ধৃতি, রসলা, উমা, নিয়ুৎ, সর্পিঃ, ইলা, অম্বিকা, ইরাবতী, স্বধা, দীক্ষা, রুদ্রাণ্যঃ—একাদশ রুদ্রাণী; রুদ্র—হে রুদ্র; তে—তোমাকে; স্ত্রিয়ঃ—পত্নী।

অনুবাদ

হে রুদ্র! রুদ্রাণী নামক তোমার একাদশ পত্নীও রয়েছে, এবং তাঁদের নাম হচ্ছে—ধী, ধৃতি, রসলা, উমা, নিয়ুৎ, সর্পি, ইলা, অম্বিকা, ইরাবতী, স্বধা ও দীক্ষা।

শ্লোক ১৪

গৃহাণৈতানি নামানি স্থানানি চ সযোষণঃ ।
এভিঃ সৃজ প্রজা বহ্বীঃ প্রজানামসি যৎপতিঃ ॥ ১৪ ॥

গৃহাণঃ—গ্রহণ কর; এতানি—এই সমস্ত; নামানি—বিভিন্ন নাম; স্থানানি—এবং স্থান; চ—ও; স-যোষণঃ—পত্নীগণসহ; এভিঃ—তাদের সঙ্গে; সৃজ—সৃষ্টি কর; প্রজাঃ—সন্তান; বহ্বীঃ—বহু সংখ্যক; প্রজানাম্—জীবেদের; অসি—তুমি হও; যৎ—যেহেতু; পতিঃ—স্বামী।

অনুবাদ

হে প্রিয় কুমার! এখন তুমি তোমার এবং তোমার বিভিন্ন পত্নীদের জন্য এই সমস্ত নাম এবং নির্দিষ্ট স্থান স্বীকার কর, এবং যেহেতু তুমি একজন প্রজাপতি, তাই তুমি বহু প্রজা সৃষ্টি কর।

তাৎপর্য

রুদ্রের পিতারূপে ব্রহ্মা তাঁর পুত্রের পত্নীদের, তাঁর বসবাসের স্থানসমূহের, এবং তাঁর নামসমূহ নির্ধারণ করেছিলেন। ঠিক যেমন পুত্র তার পিতার প্রদত্ত নাম এবং সম্পত্তি গ্রহণ করে, তেমনই পিতা কর্তৃক মনোনীত পত্নীও গ্রহণ করাই স্বাভাবিক। পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির এইটিই সাধারণ উপায়। পক্ষান্তরে আবার কুমারেরা তাঁদের পিতার প্রস্তাব অস্বীকার করেছিলেন, কেননা তাঁরা বহু সংখ্যক পুত্র-সন্তান জন্ম দেওয়ার ব্যাপার থেকে অনেক অনেক ঊর্ধ্বে ছিলেন। উচ্চতর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পুত্র যেমন পিতার নির্দেশ অস্বীকার করতে পারে, তেমনই পিতাও উচ্চতর উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য পুত্রদের ভরণ-পোষণ করার দায়িত্ব ত্যাগ করতে পারেন।

শ্লোক ১৫

ইত্যাদিষ্টঃ স্বগুরুণা ভগবান্নীললোহিতঃ ।
সত্ত্বাকৃতিস্বভাবেন সসর্জাত্মসমাঃ প্রজাঃ ॥ ১৫ ॥

ইতি—এইভাবে; আদিষ্টঃ—আদিষ্ট হয়ে; স্ব-গুরুণা—তাঁর নিজের গুরুর দ্বারা; ভগবান্—সবচাইতে শক্তিমান; নীল-লোহিতঃ—রুদ্র, যাঁর দেহের রং নীল এবং লোহিত; সত্ত্ব—শক্তি; আকৃতি—দেহের গঠন; স্বভাবেন—এবং অত্যন্ত উগ্র স্বভাবসম্পন্ন; সসর্জ—সৃষ্টি করেছিলেন; আত্ম-সমাঃ—তাঁর নিজের মতো; প্রজাঃ—সন্তান-সন্ততি।

অনুবাদ

সবচাইতে শক্তিশালী রুদ্র যাঁর দেহের বর্ণ নীল ও লাল রঙের মিশ্রণ, তিনি তাঁরই মতো আকৃতি, শক্তি ও উগ্র স্বভাবসম্পন্ন বহু সন্তান-সন্ততি সৃষ্টি করেছিলেন।

শ্লোক ১৬

রুদ্রাণাং রুদ্রসৃষ্টানাং সমন্তাদ্ গ্রসতাং জগৎ ।
নিশাম্যাসংখ্যশো যূথান্ প্রজাপতিরশঙ্কত ॥ ১৬ ॥

রুদ্রাণাম্—রুদ্রের পুত্রদের; রুদ্র-সৃষ্টানাম্—রুদ্র কর্তৃক যারা সৃষ্ট হয়েছিল; সমন্তাৎ—একত্রিত হয়ে; গ্রসতাম্—গ্রাস করতে; জগৎ—বিশ্ব; নিশাম্য—তাদের কার্যকলাপ দর্শন করে; অসংখ্যশঃ—অসংখ্য; যূথান্—সমূহ; প্রজা-পতিঃ—জীবেদের পিতা; অশঙ্কত—শঙ্কিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

রুদ্র থেকে সৃষ্ট তাঁর অসংখ্য পুত্র এবং পৌত্রগণ সমবেত হয়ে জগৎ গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছিল, তখন প্রজাপতি ব্রহ্মা সেই পরিস্থিতি দর্শন করে ভয়ভীত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মার অবতার রুদ্রের সন্তান-সন্ততিরা ব্রহ্মাণ্ডের পালনকার্যের ব্যাপারে এতই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল যে, প্রজাপতি ব্রহ্মা পর্যন্ত তাদের ভয়ে ভীত হয়েছিলেন। রুদ্রের তথাকথিত ভক্ত বা অনুগামীরাও ভয়ঙ্কর। এমনকি তারা কখনও কখনও স্বয়ং রুদ্রের পক্ষেও ভয়াবহ হয়। রুদ্রের বংশধরেরা কখনও কখনও রুদ্রের কৃপা লাভ করে রুদ্রকেই হত্যা করার পরিকল্পনা করে। সেইটি হচ্ছে তাঁর ভক্তদের স্বভাব।

শ্লোক ১৭

অলং প্রজাভিঃ সৃষ্টাভিরীদৃশীভিঃ সুরোত্তম ।
ময়া সহ দহন্তীভির্দিশশ্চক্ষুর্ভিরুল্বণৈঃ ॥

অলম্—অনাবশ্যক; প্রজাভিঃ—এই প্রকার জীবেদের দ্বারা; সৃষ্টাভিঃ—উৎপন্ন; ঈদৃশীভিঃ—এই প্রকার; সুর-উত্তম—হে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা; ময়া—আমার; সহ—সাথে; দহন্তীভিঃ—দহ্যমান; দিশঃ—দিকসমূহ; চক্ষুর্ভিঃ—নেত্রের দ্বারা; উল্বণৈঃ—অগ্নিশিখা।

অনুবাদ

ব্রহ্মা রুদ্রকে বললেন—হে সুরশ্রেষ্ঠ। এই প্রকার প্রজা সৃষ্টি করার কোন প্রয়োজন নেই। তারা তাদের চক্ষুনির্গত প্রজ্বলিত অগ্নির দ্বারা দিকসমূহ ধ্বংস করতে শুরু করেছে, এবং তারা আমাকে পর্যন্ত আক্রমণ করেছে।

শ্লোক ১৮

তপ আতিষ্ঠ ভদ্রং তে সর্বভূতসুখাবহম্ ।
তপসৈব যথাপূর্বং স্রষ্টা বিশ্বমিদং ভবান্ ॥ ১৮ ॥

তপঃ—তপশ্চর্যা; আতিষ্ঠ—অবস্থিত হয়ে; ভদ্রম্—মঙ্গলজনক; তে—তোমার; সর্ব—সমস্ত; ভূত—জীবসমূহ; সুখ-আবহম্—সুখ প্রদানকারী; তপসা—তপস্যার দ্বারা; এব—কেবল; যথা—যেমন; পূর্বম্—পূর্বের মতো; স্রষ্টা—সৃষ্টি করবে; বিশ্বম্—ব্রহ্মাণ্ড; ইদম্—এই; ভবান্—তুমি।

অনুবাদ

হে পুত্র। তুমি তপস্যার অনুষ্ঠান কর, যা নিখিল জীবের পক্ষে মঙ্গলকর এবং যা তোমারও সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ-সাধন করবে। তপস্যার প্রভাবেই পূর্ব কল্পের মতো তুমি এই বিশ্ব সৃষ্টি করতে পারবে।

তাৎপর্য

জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের কর্তা হচ্ছেন যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর বা শিব। রুদ্রকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যখন সৃষ্টি এবং পালনের কাজ চলছে তখন যেন সংহারকার্য না করা হয়। পক্ষান্তরে, তিনি যেন তপশ্চর্যায় স্থিত হয়ে প্রলয়-কালের প্রতীক্ষা করেন, যখন তাঁর সেবার প্রয়োজন হবে।

শ্লোক ১৯

তপসৈব পরং জ্যোতির্ভগবন্তমধোক্ষজম্ ।
সর্বভূতগুহাবাসমঞ্জসা বিন্দতে পুমান্ ॥ ১৯ ॥

তপসা—তপস্যার দ্বারা; এব—কেবল; পরম্—পরম; জ্যোতিঃ—আলোক; ভগবন্তম্—পরমেশ্বর ভগবানকে; অধোক্ষজম্—যিনি ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির অতীত; সর্ব-ভূত-গুহা-আবাসম্—যিনি সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজ করেন; অঞ্জসা—সম্পূর্ণরূপে; বিন্দতে—জানতে পারা যায়; পুমান্—পুরুষ।

অনুবাদ

তপস্যার দ্বারাই কেবল পরমেশ্বর ভগবানের সমীপবর্তী হওয়া যায়, যিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান হওয়া সত্ত্বেও ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধির অতীত।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের অনুগ্রহ লাভের জন্য যে তপস্যা করার প্রয়োজন, সেই দৃষ্টান্ত ব্রহ্মা তাঁর পুত্র এবং অনুগামীদের কাছে তুলে ধরার জন্য, তিনি রুদ্রকে তপস্যা করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, সাধারণ মানুষেরা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কর্তৃক প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেন। তাই রুদ্রের সন্তান-সন্ততির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে এবং সেই প্রকার অবাঞ্ছিত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে তারা তাঁকে গ্রাস করে ফেলতে পারে এই ভয়ে, ব্রহ্মা রুদ্রকে সেই অবাঞ্ছিত সন্তান-সন্ততি উৎপাদন করা বন্ধ করে, পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা লাভের জন্য তপস্যা করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। তাই আমরা ধ্রুবকে দেখতে পাই যে, রুদ্র সব সময় ভগবানের কৃপা লাভের জন্য ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন। পরোক্ষভাবে, রুদ্রের পুত্র এবং অনুগামীদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, যতক্ষণ ব্রহ্মার শান্তিপূর্ণ সৃষ্টিকার্য চলতে থাকে, ততক্ষণ তারা যেন রুদ্রতত্ত্বের অনুসরণ করে সংহার-কার্য বন্ধ রাখে।

শ্লোক ২০

মৈত্রেয় উবাচ

এবমাত্মভুবাদিষ্টঃ পরিক্রম্য গিরাং পতিম্ ।
বাঢ়মিত্যমুমামন্ত্র্য বিবেশ তপসে বনম্ ॥ ২০ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—শ্রীমৈত্রেয় বললেন; এবম্—এইভাবে; আত্ম-ভুবা—ব্রহ্মার দ্বারা; আদিষ্টঃ—উপদিষ্ট হয়ে; পরিক্রম্য—প্রদক্ষিণ করে; গিরাম্—বেদের; পতিম্—পতিকে; বাঢ়ম্—তা ঠিক; ইতি—এইভাবে; অমুম্—ব্রহ্মাকে; আমন্ত্র্য—এইভাবে সম্বোধন করে; বিবেশ—প্রবেশ করেছিলেন; তপসে—তপস্যা করার জন্য; বনম্—বনে।

অনুবাদ

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—এইভাবে ব্রহ্মা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে, রুদ্র তাঁর বেদপতি ব্রহ্মাকে প্রদক্ষিণ করে, তাঁর নির্দেশ অনুসারে তপস্যা করার জন্য বনে প্রবেশ করলেন।

শ্লোক ২১

অথাভিধ্যায়তঃ সর্গং দশ পুত্রাঃ প্রজজ্ঞিরে ।
ভগবচ্ছক্তিযুক্তস্য লোকসন্তানহেতবঃ ॥ ২১ ॥

অথ—এইভাবে; অভিধ্যায়তঃ—বিচার করে; সর্গম্—সৃষ্টি; দশ—দশ; পুত্রাঃ—পুত্রগণ; প্রজজ্ঞিরে—উৎপন্ন করেছিলেন; ভগবৎ—পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধীয়; শক্তি—শক্তি; যুক্তস্য—যুক্ত হয়ে; লোক—বিশ্ব; সন্তান—সন্তান-সন্ততি; হেতবঃ—কারণসমূহ।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের শক্তিতে আবিষ্ট ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টির ব্যাপারে চিন্তা করে, সন্তান-সন্ততি বিস্তার করার জন্য দশটি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন।

শ্লোক ২২

মরীচিরত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ ।
ভৃগুর্বশিষ্ঠো দক্ষশ্চ দশমস্তত্র নারদঃ ॥ ২২ ॥

মরীচিঃ, অত্রি, অঙ্গিরসৌ, পুলস্ত্যঃ, পুলহঃ, ক্রতুঃ, ভৃগুঃ, বশিষ্ঠঃ, দক্ষঃ—ব্রহ্মার পুত্রদের নাম; চ—ও; দশমঃ—দশম; তত্র—সেখানে; নারদঃ—নারদ।

অনুবাদ

মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ ও দশম পুত্র নারদ এইভাবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের প্রক্রিয়া হচ্ছে বদ্ধ জীবেদের তাদের প্রকৃত আলয় ভগদ্ধামে ফিরে যাওয়ার একটি সুযোগ-স্বরূপ। ব্রহ্মা তাঁর সৃষ্টি রচনার কার্যে সহায়তা করার জন্য রুদ্রকে সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু রুদ্র শুরু থেকেই সমগ্র সৃষ্টিকে গ্রাস করতে শুরু করেছিল, এবং তাই তাঁকে এই রকম প্রলয়ঙ্কর কার্য থেকে নিরস্ত করতে হয়েছিল। সেই জন্য ব্রহ্মা আর এক শ্রেণীর সৎপুত্র সৃষ্টি করেছিলেন, যাঁরা প্রধানত জাগতিক সকাম কর্মের অনুকূল ছিলেন। কিন্তু তিনি ভালভাবেই জানতেন যে, ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত বদ্ধ জীবের মঙ্গলের প্রায় কোন রকম সম্ভাবনা নেই, এবং তাই তিনি সবশেষে তাঁর সুযোগ্য পুত্র নারদকে সৃষ্টি করেছিলেন, যিনি হচ্ছেন সমস্ত পরমার্থবাদীদের পরম গুরু। ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত কোন কার্যেই সাফল্য অর্জন করা যায় না, যদিও ভগবদ্ভক্তির পন্থা সর্বদাই সব রকম জাগতিক বিষয় থেকে স্বতন্ত্র। ভগবানের প্রেমময়ী সেবাই কেবল জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে, এবং তাই শ্রীমন্ নারদ মুনি যে সেবা সম্পাদন করেছিলেন, তা ব্রহ্মার সমস্ত পুত্রদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল।

শ্লোক ২৩

উৎসঙ্গান্নারদো জজ্ঞে দক্ষোঽঙ্গুষ্ঠাৎস্বয়ম্ভুবঃ ।
প্রাণাদ্বশিষ্ঠঃ সঞ্জাতো ভৃগুস্ত্বচি করাৎক্রতুঃ ॥ ২৩ ॥

উৎসঙ্গাৎ—দিব্য ভাবনার দ্বারা; **নারদঃ**—মহামুনি নারদ; **জজ্ঞে**—উৎপন্ন হয়েছিলেন; **দক্ষঃ**—দক্ষ; **অঙ্গুষ্ঠাৎ**—বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি থেকে; **স্বয়ম্ভুবঃ**—ব্রহ্মার; **প্রাণাৎ**—প্রাণ-বায়ু থেকে, বা নিঃশ্বাস থেকে; **বশিষ্ঠঃ**—বশিষ্ঠ; **সঞ্জাতঃ**—জন্ম হয়েছিল; **ভৃগুঃ**—মহর্ষি ভৃগু; **ত্বচি**—ত্বক থেকে; **করাৎ**—হাত থেকে; **ক্রতুঃ**—মহর্ষি ক্রতু।

অনুবাদ

ব্রহ্মার শরীরের সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ দিব্য ভাবনা থেকে নারদের জন্ম হয়েছিল। বশিষ্ঠের জন্ম হয়েছিল তাঁর নিঃশ্বাস থেকে, দক্ষ তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি থেকে, ভৃগু তাঁর ত্বক থেকে এবং ক্রতু তাঁর হস্ত থেকে।

তাৎপর্য

নারদ ব্রহ্মার শ্রেষ্ঠ চিন্তা থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাই তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকেই পরমেশ্বর ভগবানকে দান করতে সমর্থ। বহু বৈদিক জ্ঞান অর্জন অথবা বহু রকমের তপশ্চর্যার দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। কিন্তু নারদ মুনির মতো ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত তাঁদের সৎ ইচ্ছাক্রমে ভগবানকে দান করতে পারেন। নারদ নামটি ইঙ্গিত করে যে, তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে দান করতে পারেন। *নার* মানে হচ্ছে 'পরমেশ্বর ভগবান', এবং *দ* মানে হচ্ছে 'যিনি দান করতে পারেন'। তিনি যে ভগবানকে দান করতে পারেন, তার অর্থ এই নয় যে, ভগবান এক রকমের সামগ্রী যা যে কোন ব্যক্তিকে দেওয়া যায়। কিন্তু নারদ মুনি যে কোন ব্যক্তিকে ভগবানের প্রতি তাদের দিব্য প্রেমময়ী সেবার বাসনা অনুসারে, দাস, সখা, পিতা অথবা প্রেমিকরূপে পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবা দান করতে পারেন। অর্থাৎ নারদ মুনিই কেবল পরমেশ্বর ভগবানকে লাভ করার সর্বোত্তম যৌগিক সাধন বা ভক্তিযোগের মার্গ প্রদান করতে পারেন।

শ্লোক ২৪

পুলহো নাভিতো জজ্ঞে পুলস্ত্যঃ কর্ণয়োর্ঋষিঃ ।
অঙ্গিরা মুখতোঽক্ষ্ণোঽত্রিমরীচির্মনসোঽভবৎ ॥ ২৪ ॥

পুলহঃ—মহর্ষি পুলহ; নাভিতঃ—নাভি থেকে; জজ্ঞে—উৎপন্ন হয়েছিলেন; পুলস্ত্যঃ—মহর্ষি পুলস্ত্য; কর্ণয়োঃ—কর্ণ থেকে; ঋষিঃ—মহর্ষি; অঙ্গিরাঃ—মহর্ষি অঙ্গিরা; মুখতঃ—মুখ থেকে; অক্ষ্ণঃ—চোখ থেকে; অত্রিঃ—মহর্ষি অত্রি; মরীচিঃ—মহর্ষি মরীচি; মনসঃ—মন থেকে; অভবৎ—আবির্ভূত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

পুলস্ত্য কান থেকে, অঙ্গিরা মুখ থেকে, অত্রি নেত্র থেকে, মরীচি মন থেকে এবং পুলহ ব্রহ্মার নাভি থেকে উৎপন্ন হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৫

ধর্মঃ স্তনাদ্দক্ষিণতো যত্র নারায়ণঃ স্বয়ম্ ।
অধর্মঃ পৃষ্ঠতো যস্মান্মৃত্যুর্লোকভয়ঙ্করঃ ॥ ২৫ ॥

ধর্মঃ—ধর্ম; স্তনাৎ—স্তন থেকে; দক্ষিণতঃ—দক্ষিণাঙ্গ থেকে; যত্র—যেখানে; নারায়ণঃ—পরমেশ্বর ভগবান; স্বয়ম্—স্বয়ং; অধর্মঃ—অধর্ম; পৃষ্ঠতঃ—পিঠ থেকে; যস্মাৎ—যার থেকে; মৃত্যুঃ—মৃত্যু; লোক—জীবেদের জন্য; ভয়ম্-করঃ—ভয়ানক।

অনুবাদ

ব্রহ্মার যে স্তনে পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ অবস্থান করেন, সেখান থেকে ধর্ম উৎপন্ন হয়েছিল, এবং অধর্ম তাঁর পৃষ্ঠদেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। এই অধর্ম থেকে লোকের ভয়াবহ মৃত্যু সংঘটিত হয়।

তাৎপর্য

যে স্থানে পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং অধিষ্ঠিত থাকেন, সেখান থেকে যে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা ধর্ম মানে হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তি, যে কথা ভগবদ্গীতায় এবং শ্রীমদ্ভাগবতে প্রতিপন্ন হয়েছে। ভগবদ্গীতার চরম উপদেশ হচ্ছে, ধর্মের নামে অন্য যে সমস্ত কার্যকলাপ, সেইগুলি পরিত্যাগ করে কেবল পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করা। শ্রীমদ্ভাগবতেও প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ পূর্ণতা হচ্ছে অহৈতুকী এবং অপ্রতিহতা ভগবদ্ভক্তি। ধর্মের পূর্ণতম রূপ হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি, আর অধর্ম হচ্ছে তার ঠিক বিপরীত। হৃদয় হচ্ছে দেহের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, আর পৃষ্ঠদেশ হচ্ছে সবচাইতে অবহেলিত অঙ্গ। কেউ যখন শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন সে তার পিঠ দিয়ে সেই আক্রমণ সহ্য করার চেষ্টা করে, এবং তার বুকের সমস্ত আঘাত থেকে নিজেকে সাবধানে রক্ষা করার চেষ্টা করে। সব রকমের অধর্ম ব্রহ্মার পৃষ্ঠদেশ থেকে উৎপন্ন হয়, আর ভগবদ্ভক্তিরূপ প্রকৃত ধর্ম নারায়ণের আসনস্বরূপ ব্রহ্মার বক্ষ থেকে উৎপন্ন হয়। যা কিছু ভগবদ্ভক্তির দিকে পরিচালিত করে না, তা হচ্ছে অধর্ম, আর যা কিছু ভগবদ্ভক্তির দিকে পরিচালিত করে, তা হচ্ছে ধর্ম।

শ্লোক ২৬

হৃদি কামো ভ্রুবঃ ক্রোধো লোভশ্চাধরদচ্ছদাৎ ।
আস্যাদ্বাক্‌সিন্ধবো মেঢ্রান্নির্ঋতিঃ পায়োরঘাশ্রয়ঃ ॥ ২৬ ॥

হৃদি—হৃদয় থেকে; কামঃ—কাম; ভ্রুবঃ—ভ্রূর মধ্য থেকে; ক্রোধঃ—ক্রোধ; লোভঃ—লোভ; চ—ও; অধর-দচ্ছদাৎ—ঠোঁটের মধ্য থেকে; আস্যাৎ—মুখ থেকে;

বাক্—বাণী; সিন্ধবঃ—সমুদ্র; মেঢ্রাৎ—শিশ্ন থেকে; নির্ঋতিঃ—নিম্ন স্তরের কার্যকলাপ; পায়োঃ—মলদ্বার থেকে; অঘ-আশ্রয়ঃ—সব রকম পাপের আধার।

অনুবাদ

কাম ও বাসনা ব্রহ্মার হৃদয় থেকে উদ্ভূত হয়েছে, ক্রোধ তাঁর ভ্রূযুগলের মধ্য থেকে, লোভ তাঁর অধরের মধ্য থেকে, বাণী তাঁর মুখ থেকে, সমুদ্র তাঁর শিশ্ন থেকে, সমস্ত পাপের উৎস সব রকম জঘন্য কার্যকলাপ তাঁর মলদ্বার থেকে উৎপন্ন হয়েছে।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীব মানসিক জল্পনা-কল্পনার অধীন। জড় শিক্ষা এবং জ্ঞানের বিচারে মানুষ যতই মহান হোক না কেন, সে কখনই মানসিক কার্যকলাপের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে না। তাই ভগবদ্ভক্তির স্তরে অধিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত কাম এবং নিম্ন স্তরের কার্যকলাপের বাসনা পরিত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন। মানুষের কাম এবং নিম্ন স্তরের বাসনা যখন ব্যর্থ হয়, তখন তার মন থেকে ক্রোধের উদয় হয়, এবং তার প্রকাশ হয় ভ্রূযুগলের মধ্য থেকে। তাই সাধারণ মানুষকে উপদেশ দেওয়া হয় ভ্রূযুগলের মধ্যে মনকে একাগ্র করতে, কিন্তু ভগবানের ভক্তেরা ইতিপূর্বেই পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁদের মনের আসনে স্থাপন করার অভ্যাস করেছেন। কামনাহীন হওয়ার সিদ্ধান্ত সমর্থনযোগ্য নয়, কেননা মনকে কখনও কামনারহিত করা যায় না। যখন উপদেশ দেওয়া হয় যে, মানুষকে কামনা-বাসনারহিত হতে হবে, তখন বুঝতে হবে যে, পারমার্থিক মূল্যের হানিকারক যা কিছু সেই সমস্ত বস্তুর কামনা করা উচিত নয়। ভগবদ্ভক্তের মনে ভগবান সর্বদা রয়েছেন, এবং তাই তাঁর কামনারহিত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই, কেননা তাঁর সমস্ত কামনাই পরমেশ্বর ভগবানের সেবার সঙ্গে সম্পর্কিত। বাক্‌শক্তিকে বলা হয় সরস্বতী বা বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, এবং সরস্বতীর উৎপত্তি স্থল হচ্ছে ব্রহ্মার মুখ। সরস্বতীর কৃপাপ্রাপ্ত হলেও যেন ব্যক্তির হৃদয় কামনা-বাসনায় পূর্ণ থাকতে পারে এবং তার ভ্রূ ক্রোধের লক্ষণ প্রকাশ করতে পারে। জড়জাগতিক বিচারে কেউ মহাপণ্ডিত হতে পারেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তিনি কাম এবং ক্রোধের সমস্ত নিম্ন স্তরের কার্যকলাপ থেকে মুক্ত। সদ্‌গুণাবলী কেবল শুদ্ধ ভক্তের কাছ থেকে আশা করা যায়, যিনি সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তায় মগ্ন, বা শ্রদ্ধা সহকারে সমাধিস্থ।

শ্লোক ২৭

ছায়ায়াঃ কর্দমো জজ্ঞে দেবহূত্যাঃ পতিঃ প্রভুঃ ।
মনসো দেহতশ্চেদং জজ্ঞে বিশ্বকৃতো জগৎ ॥ ২৭ ॥

ছায়ায়াঃ—ছায়ার দ্বারা; কর্দমঃ—কর্দম মুনি; জজ্ঞে—প্রকাশিত হয়েছিলেন; দেবহূত্যাঃ—দেবহূতির; পতিঃ—পতি; প্রভুঃ—স্বামী; মনসঃ—মন থেকে; দেহতঃ—দেহ থেকে; চ—ও; ইদম্—এই; জজ্ঞে—বিকশিত হয়েছিল; বিশ্ব—ব্রহ্মাণ্ড; কৃতঃ—স্রষ্টার; জগৎ—জগৎ।

অনুবাদ

মহিমাময়ী দেবহূতির পতি মহর্ষি কর্দম ব্রহ্মার ছায়া থেকে উৎপন্ন হয়েছিলেন। এইভাবে জগতের সমস্ত বস্তু ব্রহ্মার শরীর অথবা মন থেকে উৎপন্ন হয়েছে।

তাৎপর্য

যদিও জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ সর্বদাই স্পষ্টরূপে বিরাজ করে, তবুও কখনই তারা পরস্পরের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত নয়। এমনকি নিম্ন স্তরের গুণ রজ ও তমোগুণের মধ্যেও কখনও কখনও সত্ত্বগুণের আভাস দেখা যায়। তাই ব্রহ্মার দেহ এবং মন থেকে উৎপন্ন তাঁর সমস্ত পুত্রেরা রজ ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন, কিন্তু কর্দম প্রমুখ তাঁদের কেউ কেউ সত্ত্বগুণে উৎপন্ন হয়েছিলেন। নারদের জন্ম হয়েছিল ব্রহ্মার চিন্ময় অবস্থা থেকে।

শ্লোক ২৮

বাচং দুহিতরং তন্বীং স্বয়ম্ভূর্হরতীং মনঃ ।
অকামাং চকমে ক্ষত্তঃ সকাম ইতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ২৮ ॥

বাচম্—বাক্; দুহিতরম্—কন্যাকে; তন্বীম্—তাঁর দেহ থেকে উৎপন্ন; স্বয়ম্ভূঃ—ব্রহ্মা; হরতীম্—আকর্ষণ করে; মনঃ—তাঁর মন; অকামাম্—কাম প্রবৃত্তিহীন; চকমে—ইচ্ছা করেছিলেন; ক্ষত্তঃ—হে বিদুর; সকামঃ—কামে উন্মত্ত হয়ে; ইতি—এইভাবে; নঃ—আমরা; শ্রুতম্—শুনেছি।

অনুবাদ

হে বিদুর! আমরা শুনেছি যে, ব্রহ্মার বাক্ নাম্নী এক কন্যা ছিলেন, যিনি তাঁর শরীর থেকে উৎপন্ন হয়েছিলেন। ব্রহ্মা কামে উন্মত্ত হয়ে তাঁকে অভিলাষ করেছিলেন, কিন্তু সেই কন্যা নির্বিকারা ছিলেন।

তাৎপর্য

বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি (শ্রীমদ্ভাগবত ৯/১৯/১৭)। এখানে বলা হয়েছে, ইন্দ্রিয়গুলি এতই উন্মত্ত এবং বলবান যে, সেইগুলি অত্যন্ত সংযত এবং বিদ্বান মানুষদের পর্যন্ত বিভ্রান্ত করতে পারে। তাই উপদেশ দেওয়া হয়েছে, কেউ যেন কখনও একাকী মাতা, ভগ্নী অথবা কন্যার সঙ্গে বাস না করে। *বিদ্বাংসমপি কর্ষতি* মানে হচ্ছে সবচাইতে বিদ্বান ব্যক্তিরাও ইন্দ্রিয়ের আবেগের দ্বারা বশীভূত হতে পারে। ব্রহ্মার নিজের কন্যার প্রতি কামাসক্ত হওয়ার এই ঘটনার কথা বর্ণনা করতে মৈত্রেয় সঙ্কোচ বোধ করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তা উল্লেখ করেছেন, কেননা কখনও কখনও তা ঘটতে পারে, এবং তার জীবন্ত উদাহরণ হচ্ছে, স্বয়ং ব্রহ্মা, যদিও তিনি হচ্ছেন আদি জীব এবং সমগ্র বিশ্বের মধ্যে সবচাইতে বিদ্বান ব্যক্তি। ব্রহ্মা যদি যৌন আবেদনের শিকার হতে পারেন, তাহলে জাগতিক দুর্বলতার বশবর্তী অন্যান্য জীবেদের আর কি কথা? ব্রহ্মার চরিত্রের এই অস্বাভাবিক অনৈতিকতা কোন বিশেষ কল্পে ঘটেছিল বলে শোনা যায়, তবে যেই কল্পে ব্রহ্মা সরাসরিভাবে ভগবানের কাছ থেকে চতুঃশ্লোকী ভাগবত শ্রবণ করেছিলেন, সেই কল্পে তা ঘটেনি, কেননা ভগবান ব্রহ্মাকে আশীর্বাদ করেছিলেন যে, শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করার পর তিনি আর কখনও মোহগ্রস্ত হবেন না। তা থেকে বোঝা যায় যে, শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করার পূর্বে তিনি এই প্রকার কামভাবের স্বীকার হয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু সরাসরি ভগবানের কাছ থেকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করার পর, তাঁর আর এই প্রকার অধঃপতনের কোন সম্ভাবনা ছিল না।

তবে এই ঘটনা থেকে সকলেরই একটি মস্ত বড় শিক্ষা লাভ করা উচিত। মানুষ সামাজিক প্রাণী ও স্ত্রীলোকেদের সঙ্গে অসংযতভাবে মেলামেশা করলে তার অধঃপতন হতে পারে। স্ত্রী-পুরুষের এই প্রকার অবাধে মেলামেশা, বিশেষ করে যুবক-যুবতীদের মধ্যে, অবশ্যই পারমার্থিক উন্নতির পথে এক বিরাট বাধাস্বরূপ। জড়জাগতিক বন্ধনের কারণ হচ্ছে যৌনবন্ধন, এবং স্ত্রী-পুরুষের অবাধে মেলামেশা একটি মস্ত বড় প্রতিবন্ধক। মৈত্রেয় ঋষি এই ভয়াবহ সঙ্কটের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য ব্রহ্মার এই দৃষ্টান্তটির উল্লেখ করেছেন।

শ্লোক ২৯

তমধর্মে কৃতমতিং বিলোক্য পিতরং সুতাঃ ।
মরীচিমুখ্যা মুনয়ো বিশ্রম্ভাৎপ্রত্যবোধয়ন্ ॥ ২৯ ॥

তম্—তাঁকে; অধর্মে—অনৈতিকতার বিষয়ে; কৃত-মতিম্—এই প্রকার মনোভাব; বিলোক্য—দর্শন করে; পিতরম্—পিতাকে; সুতাঃ—পুত্রগণ; মরীচি-মুখ্যাঃ—মরীচি প্রমুখ; মুনয়ঃ—ঋষিগণ; বিশ্রম্ভাৎ—উপযুক্ত শ্রদ্ধা সহকারে; প্রত্যবোধয়ন্—এইভাবে নিবেদন করেছিলেন।

অনুবাদ

মরীচি প্রমুখ ব্রহ্মার পুত্রেরা এইভাবে তাঁদের পিতাকে বিভ্রান্ত হয়ে অনৈতিক আচরণ করতে দেখে, গভীর শ্রদ্ধা সহকারে তাঁকে বললেন।

তাৎপর্য

মরীচি আদি ঋষিগণ যে তাঁদের মহান পিতার আচরণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন, তাতে কোন অন্যায় হয়নি। তাঁরা ভালভাবেই জানতেন যে, যদিও তাঁদের পিতা ভুল করেছেন, তবু তাঁর এই লোক-দেখানো আচরণের পিছনে নিশ্চয়ই কোন মহৎ উদ্দেশ্য ছিল, তা না হলে এমন একজন মহান ব্যক্তি কখনই এই রকম ভুল করতে পারেন না। হয়তো ব্রহ্মা তাঁর অধীনস্থ ব্যক্তিদের স্ত্রীলোকদের সঙ্গে তাদের ব্যবহার থেকে যে মানবীয় দুর্বলতা উৎপন্ন হতে পারে, তার প্রতি সচেতন করতে চেয়েছিলেন। যারা আত্ম উপলব্ধির মার্গে অগ্রসর হতে চায়, তাদের পক্ষে এইটি সর্বদাই অত্যন্ত বিপজ্জনক। তাই ব্রহ্মার মতো মহান ব্যক্তিরা যখন অনুচিত কার্য করেন, তখনও তাঁদের উপেক্ষা করা উচিত নয়। মরীচি প্রমুখ মহর্ষিরাও ব্রহ্মার এই অস্বাভাবিক আচরণের জন্য তাঁকে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেননি।

শ্লোক ৩০

নৈতৎপূর্বৈঃ কৃতং ত্বদ্যে ন করিষ্যন্তি চাপরে ।
যস্ত্বং দুহিতরং গচ্ছেরনিগৃহ্যাঙ্গজং প্রভুঃ ॥ ৩০ ॥

ন—কখনই না; এতৎ—এই প্রকার কর্ম; পূর্বৈঃ—অন্য কোন ব্রহ্মার দ্বারা, অথবা পূর্ব কল্পে আপনার দ্বারা; কৃতম্—করেছেন; ত্বৎ—আপনার দ্বারা; যে—যা; ন—

না; করিষ্যন্তি—করবেন; চ—ও; অপরে—অন্য কেউ; যঃ—যা; ত্বম্—আপনি; দুহিতরম্—কন্যাকে; গচ্ছেৎ—গমন করবে; অনিগৃহ্য—অসংযতভাবে; অঙ্গজম্—যৌন বাসনা; প্রভুঃ—হে পিতা।

অনুবাদ

হে পিতা। এই প্রকার কর্ম যার ফলে আপনি নিজেকে সমস্যাগ্রস্ত করছেন, তা পূর্বে কোন ব্রহ্মা কখনও করেননি, অন্য কেউ করেনি, অথবা পূর্ব কল্পে আপনিও করেননি, এবং ভবিষ্যতেও কেউ তা করতে সাহস করবে না। এই ব্রহ্মাণ্ডে আপনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী, তাহলে কিভাবে আপনি আপনার কন্যার সঙ্গে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হতে চান, এবং আপনার সেই বাসনাকে সংযত করতে পারেন না?

তাৎপর্য

ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মার পদ হচ্ছে সর্বোচ্চ, এবং এখানে বোঝা যাচ্ছে যে, আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ড ছাড়াও অন্যান্য অনেক ব্রহ্মাণ্ডে বহু ব্রহ্মা রয়েছেন। সেই পদে যিনি অধিষ্ঠিত থাকেন, তাঁর ব্যবহার অবশ্যই আদর্শ হতে হবে, কেননা ব্রহ্মা অন্য সমস্ত জীবের আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। ব্রহ্মা, যিনি সবচাইতে পবিত্র এবং আধ্যাত্মিক মার্গে সবচাইতে উন্নত জীব, তাঁকে পরমেশ্বর ভগবানের ঠিক পরবর্তী পদটি প্রদান করা হয়েছে।

শ্লোক ৩১

তেজীয়সামপি হ্যেতন্ন সুশ্লোক্যং জগদ্গুরো ।
যদ্বৃত্তমনুতিষ্ঠন্ বৈ লোকঃ ক্ষেমায় কল্পতে ॥ ৩১ ॥

তেজীয়সাম্—সবচাইতে শক্তিশালী; অপি—ও; হি—নিশ্চয়ই; এতৎ—এই প্রকার আচরণ; ন—উপযুক্ত নয়; সু-শ্লোক্যম্—সৎ আচরণ; জগৎ-গুরো—হে সারা জগতের গুরু; যৎ—যাঁর; বৃত্তম্—চরিত্র; অনুতিষ্ঠন্—অনুসরণ করে; বৈ—নিশ্চয়ই; লোকঃ—বিশ্ব; ক্ষেমায়—উন্নতি সাধনের জন্য; কল্পতে—যোগ্য হয়।

অনুবাদ

আপনি যদিও সবচাইতে শক্তিশালী ব্যক্তি, তবুও এই আচরণ আপনার শোভা পায় না কেননা পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য জনগণ আপনার চরিত্রের অনুসরণ করে।

তাৎপর্য

বলা হয় যে, পরম শক্তিশালী জীব তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন, এবং তাঁর এই প্রকার আচরণ কখনও তাঁকে প্রভাবিত করতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ব্রহ্মাণ্ডের সবচাইতে শক্তিশালী অগ্নিময় গ্রহ সূর্য যেকোন স্থান থেকে জল বাষ্পীভূত করতে পারে, এবং তা সত্ত্বেও সে পূর্বেরই মতো শক্তিশালী থাকে। সূর্য নোংরা জায়গা থেকেও জল বাষ্পীভূত করতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই নোংরা তাকে দূষিত করতে পারে না। তেমনই, ব্রহ্মা সর্ব অবস্থাতেই অনিন্দনীয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও, যেহেতু তিনি হচ্ছেন সমস্ত জীবেদের গুরু, তাই তাঁর আচরণ ও চরিত্র আদর্শ হওয়া উচিত, যাতে তাঁর মহৎ আচরণ অনুসরণ করে মানুষেরা সর্বোচ্চ পারমার্থিক উন্নতি সাধন করতে পারে। তাই তাঁর পক্ষে এই প্রকার আচরণ করা ঠিক হয়নি।

শ্লোক ৩২

তস্মৈ নমো ভগবতে য ইদং স্বেন রোচিষা ।
আত্মস্থং ব্যঞ্জয়ামাস স ধর্মং পাতুমর্হতি ॥ ৩২ ॥

তস্মৈ—তাঁকে; নমঃ—প্রণাম; ভগবতে—পরমেশ্বর ভগবানকে; যঃ—যিনি; ইদম্—এই; স্বেন—তাঁর নিজের; রোচিষা—জ্যোতির দ্বারা; আত্ম-স্থম্—আত্মস্থ হয়ে; ব্যঞ্জয়াম্ আস—প্রকাশ করেছেন; সঃ—তিনি; ধর্মম্—ধর্ম; পাতুম্—রক্ষা করার জন্য; অর্হতি—দয়া করে তা করতে পারেন।

অনুবাদ

আমরা পরমেশ্বর ভগবানকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি আত্মস্থ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর স্বীয় জ্যোতির দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য তিনি যেন দয়া করে ধর্মকে রক্ষা করেন।

তাৎপর্য

এখানে প্রতীত হয়, ব্রহ্মার যৌন বাসনা এতই প্রবল ছিল যে, মরীচি প্রমুখ তাঁর মহান পুত্রদের আবেদন সত্ত্বেও তাঁকে তাঁর সেই সঙ্কল্প থেকে বিরত করা যায়নি। তাই তাঁর মহান পুত্রেরা ব্রহ্মাকে সদ্বুদ্ধি প্রদান করার জন্য পরমেশ্বর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে শুরু করেছিলেন। পরমেশ্বর ভগবানের কৃপার প্রভাবেই কেবল

জড়জাগতিক কামনা-বাসনার প্রলোভন থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। ভগবানের যে সমস্ত ভক্ত সর্বদাই তাঁর দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, ভগবান তাঁদের রক্ষা করেন, এবং তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে ভগবান তাঁর ভক্তদের আকস্মিক অধঃপতন ক্ষমা করেন। তাই, মরীচি আদি ঋষিরা ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করেছিলেন, এবং তাঁদের এই প্রার্থনা সফল হয়েছিল।

শ্লোক ৩৩

স ইত্থং গৃণতঃ পুত্রান্ পুরো দৃষ্ট্বা প্রজাপতীন্ ।
প্রজাপতিপতিস্তন্বং তত্যাজ ব্রীড়িতস্তদা ।
তাং দিশো জগৃহুর্ঘোরাং নীহারং যদ্বিদুস্তমঃ ॥ ৩৩ ॥

সঃ—তিনি (ব্রহ্মা); ইত্থম্—এইভাবে; গৃণতঃ—বলে; পুত্রান্—পুত্রদের; পুরঃ—পূর্বে; দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; প্রজা-পতীন্—সমস্ত প্রজাপতিদের; প্রজাপতি-পতিঃ—সমস্ত প্রজাপতিদের পিতা (ব্রহ্মা); তন্বম্—দেহ; তত্যাজ—ত্যাগ করেছিলেন; ব্রীড়িতঃ—লজ্জিত; তদা—তখন; তাম্—সেই শরীর; দিশঃ—সমস্ত দিক; জগৃহুঃ—গ্রহণ করেছিলেন; ঘোরাম্—নিন্দনীয়; নীহারম্—কুজ্ঝটিকা; যৎ—যা; বিদুঃ—জানেন; তমঃ—অন্ধকার।

অনুবাদ

প্রজাপতিদের পিতা ব্রহ্মা তাঁর পুত্র সমস্ত প্রজাপতিদের এইভাবে বলতে দেখে অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর শরীর ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর সেই শরীর তখন সর্বদিকে অন্ধকারে ভয়ঙ্কর কুজ্ঝটিকারূপে প্রকাশিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

পাপকর্মের প্রায়শ্চিত্তের সবচাইতে শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে তৎক্ষণাৎ দেহত্যাগ করা, এবং সমস্ত জীবের নেতা ব্রহ্মা তাঁর ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তের দ্বারা সেই শিক্ষা দিয়েছিলেন। ব্রহ্মার আয়ু অপরিসীম, কিন্তু তিনি তাঁর গর্হিত পাপের জন্য তাঁর শরীর ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, যদিও তিনি সেই পাপের কথা কেবল চিন্তা করেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে সেই পাপকর্মে লিপ্ত হননি।

অনিয়ন্ত্রিত যৌনজীবনে লিপ্ত হওয়া যে কতখানি অপরাধজনক, তা এই দৃষ্টান্তটির মাধ্যমে জীবেদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। জঘন্য যৌনজীবনের কথা

চিন্তা করা পর্যন্ত পাপ, এবং সেই প্রকার পাপকর্মের প্রায়শ্চিত-স্বরূপ দেহত্যাগ করা উচিত। অর্থাৎ মানুষের আয়ু, আশীর্বাদ, ঐশ্বর্য ইত্যাদি সবই পাপকর্মের ফলে ক্ষয় হয়, এবং তার মধ্যে সবচাইতে ভয়ঙ্কর পাপ হচ্ছে অবৈধ যৌনসঙ্গ।

অজ্ঞানতা হচ্ছে পাপকর্মের কারণ, অথবা পাপপূর্ণ জীবন ঘোর অজ্ঞানতার কারণ। অজ্ঞানের রূপ অন্ধকার বা কুজ্ঝটিকা। অন্ধকার বা কুজ্ঝটিকা সমগ্র বিশ্বকে আচ্ছাদিত করে, এবং সূর্যই কেবল সেই অন্ধকার বা কুয়াশা দূর করতে পারে। যে ব্যক্তি নিত্য আলোকময় পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁর কুজ্ঝটিকার অন্ধকার বা অজ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হওয়ার কোন ভয় থাকে না।

শ্লোক ৩৪

কদাচিদ্ ধ্যায়তঃ স্রষ্টুর্বেদা আসংশ্চতুর্মুখাৎ ।
কথং স্রক্ষ্যাম্যহং লোকান্ সমবেতান্ যথা পুরা ॥ ৩৪ ॥

কদাচিৎ—কোন এক সময়; ধ্যায়তঃ—ধ্যান করার সময়; স্রষ্টুঃ—ব্রহ্মার; বেদাঃ—বৈদিক শাস্ত্র; আসন্—প্রকাশিত হয়েছিল; চতুঃ-মুখাৎ—চার মুখ থেকে; কথম্ স্রক্ষ্যামি—কিভাবে আমি সৃষ্টি করব; অহম্—আমি; লোকান্—এই সমস্ত বিশ্ব; সমবেতান্—সমবেত; যথা—যেমন তা ছিল; পুরা—পূর্বে।

অনুবাদ

কোন এক সময়, যখন ব্রহ্মা চিন্তা করছিলেন, কিভাবে তিনি বিগত কল্পের মতো বিশ্ব সৃষ্টি করবেন, তখন তাঁর চার মুখ থেকে বিবিধ জ্ঞান সমন্বিত চতুর্বেদ প্রকাশিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

অগ্নি যেমন কলুষিত না হয়ে সব কিছু ভক্ষণ করতে পারে, তেমনই ভগবানের কৃপায়, ব্রহ্মার মহত্তরূপী অগ্নি স্বীয় কন্যাগমনের পাপ-বাসনাকে ভস্মীভূত করেছিল। বেদ সমস্ত জ্ঞানের উৎস, এবং যখন ব্রহ্মা জড় জগতের পুনঃসৃষ্টি করার কথা ভাবছিলেন, তখন তা প্রথমে পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় ব্রহ্মার কাছে প্রকাশিত হয়েছিল। ব্রহ্মা তাঁর ভগবদ্ভক্তির বলে বলীয়ান, এবং ঘটনাচক্রে ভক্ত যদি কখনও ভগবদ্ভক্তির মহান মার্গ থেকে অধঃপতিত হন, তাহলে ভগবান সর্বদাই তাঁর ভক্তকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৫/৪২) সেই কথা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ ।
বিকর্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্
ধুনোতি সর্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥

"যে ব্যক্তি সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, তিনি ভগবান শ্রীহরির অত্যন্ত প্রিয়, এবং সেই ভক্তের হৃদয়ে অবস্থান করে ভগবান ঘটনাক্রমে সংঘটিত তাঁর সমস্ত পাপ ক্ষমা করেন।" ব্রহ্মার মতো একজন মহান ব্যক্তি যে তাঁর নিজের কন্যার সঙ্গে যৌন সঙ্গমের কথা চিন্তা করবেন, তা কখনও প্রত্যাশা করা যায়নি। ব্রহ্মার এই দৃষ্টান্তটি কেবল শিক্ষা দেয়, জড়া প্রকৃতি এতই বলবতী যে, তা সকলেরই উপর তার প্রভাব বিস্তার করতে পারে, এমনকি ব্রহ্মার উপরেও। ভগবানের কৃপায় অল্প একটু দণ্ডভোগের মাধ্যমে ব্রহ্মা রক্ষা পেয়েছিলেন, এবং ভগবানের অনুগ্রহে মহান ব্রহ্মারূপে তাঁর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়নি।

শ্লোক ৩৫

চাতুর্হোত্রং কর্মতন্ত্রমুপবেদনয়ৈঃ সহ ।
ধর্মস্য পাদাশ্চত্বারস্তথৈবাশ্রমবৃত্তয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

চাতুঃ—চার; **হোত্রম্**—যজ্ঞের উপকরণ; **কর্ম**—কার্য; **তন্ত্রম্**—এই প্রকার কর্মের বিস্তার; **উপবেদ**—বেদের অনুগামী শাস্ত্রসমূহ; **নয়ৈঃ**—নীতি শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত; **সহ**—সহ; **ধর্মস্য**—ধর্মের; **পাদাঃ**—তত্ত্বসমূহ; **চত্বারঃ**—চার; **তথা এব**—সেইভাবে; **আশ্রম**—সামাজিক শ্রেণীবিভাগ; **বৃত্তয়ঃ**—বৃত্তিসমূহ।

অনুবাদ

অগ্নিহোত্র যজ্ঞের চার প্রকার উপকরণ—যজমান (মন্ত্রগায়ক), হোতা, অগ্নি এবং উপবেদের নির্দেশ অনুসারে সম্পাদিত কর্ম প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর ধর্মের চারটি তত্ত্ব (সত্য, তপ, দয়া ও শৌচ), এবং চারটি বর্ণের কর্তব্য সব কিছুই প্রকাশিত হয়।

তাৎপর্য

আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন—জড় দেহের এই চারটি আবশ্যকতা পশু ও মানুষ উভয়ের মধ্যেই সমানভাবে বিরাজমান। পশুদের থেকে মানব সমাজকে পৃথক করার জন্য বর্ণ এবং আশ্রম অনুসারে ধর্ম অনুষ্ঠান করার বিধান রয়েছে। বৈদিক

শাস্ত্রে স্পষ্টভাবে সেই সম্বন্ধে উল্লেখ রয়েছে, এবং সেইগুলি প্রকাশ হয়েছিল যখন ব্রহ্মা তাঁর চার মুখ থেকে চার বেদ প্রকাশ করেছিলেন। এইভাবে সভ্য মানুষদের জন্য বর্ণ ও আশ্রম অনুসারে মনুষ্যোচিত কর্তব্য নির্ধারিত হয়েছে। যাঁরা পরম্পরাক্রমে সেই তত্ত্বের অনুসরণ করেন, তাঁদের বলা হয় আর্য বা সভ্য মানুষ।

শ্লোক ৩৬

বিদুর উবাচ

স বৈ বিশ্বসৃজামীশো বেদাদীন্ মুখতোঽসৃজৎ।
যদ্ যদ্ যেনাসৃজদ্ দেবস্তন্মে ব্রূহি তপোধন ॥ ৩৬ ॥

বিদুরঃ উবাচ—বিদুর বললেন; সঃ—তিনি (ব্রহ্মা); বৈ—নিশ্চয়ই; বিশ্ব—ব্রহ্মাণ্ড; সৃজাম্—যাঁরা সৃষ্টি করেছেন তাঁদের; ঈশঃ—নিয়ন্তা; বেদ-আদীন্—বেদ ইত্যাদি; মুখতঃ—মুখ থেকে; অসৃজৎ—প্রতিষ্ঠা করেছিলেন; যৎ—তা; যৎ—যা; যেন—যার দ্বারা; অসৃজৎ—সৃষ্টি করেছিলেন; দেবঃ—দেবতা; তৎ—তা; মে—আমার কাছে; ব্রূহি—দয়া করে বিশ্লেষণ করুন; তপঃ-ধন—হে ঋষিবর যাঁর একমাত্র সম্পদ হচ্ছে তপশ্চর্যা।

অনুবাদ

বিদুর বললেন—হে তপোধন মহর্ষি! দয়া করে আপনি আমার কাছে বিশ্লেষণ করুন, কিভাবে এবং কার সাহায্যে ব্রহ্মা তাঁর মুখনিঃসৃত বৈদিক জ্ঞান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

শ্লোক ৩৭

মৈত্রেয় উবাচ

ঋগ্‌যজুঃসামাথর্বাখ্যান্ বেদান্ পূর্বাদিভির্মুখৈঃ।
শাস্ত্রমিজ্যাং স্তুতিস্তোমং প্রায়শ্চিত্তং ব্যধাৎক্রমাৎ ॥ ৩৭ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; ঋক্-যজুঃ-সাম-অথর্ব—চার বেদ; আখ্যান্—নামক; বেদান্—বৈদিক শাস্ত্র; পূর্ব-আদিভিঃ—পূর্ব থেকে শুরু করে; মুখৈঃ—মুখের দ্বারা; শাস্ত্রম্—বৈদিক মন্ত্র যা পূর্বে উচ্চারণ করা হয়নি; ইজ্যাম্—পুরোহিতের আচার অনুষ্ঠান; স্তুতি-স্তোমম্—স্তব কীর্তনকারীর বিষয়; প্রায়শ্চিত্তম্—চিন্ময় কার্যকলাপ; ব্যধাৎ—প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; ক্রমাৎ—ক্রমান্বয়ে।

অনুবাদ

মৈত্রেয় বললেন—ব্রহ্মার পূর্বাদি মুখ থেকে যথাক্রমে ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব এই চারটি বেদ প্রকাশিত হয়। তারপর, পূর্বে অনুচ্চারিত বৈদিক মন্ত্র, ইজ্যা (পৌরোহিত্য), স্তুতিস্তোমের প্রতিপাদ্য বিষয়, প্রায়শ্চিত্ত (চিন্ময় কার্যকলাপ) ক্রমান্বয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

শ্লোক ৩৮

আয়ুর্বেদং ধনুর্বেদং গান্ধর্বং বেদমাত্মনঃ ।
স্থাপত্যং চাসৃজদ্ বেদং ক্রমাৎপূর্বাদিভির্মুখৈঃ ॥ ৩৮ ॥

আয়ুঃ-বেদম্—চিকিৎসার বিজ্ঞান; ধনুঃ-বেদম্—সামরিক বিজ্ঞান; গান্ধর্বম্—সঙ্গীতকলা; বেদম্—এই সমস্ত বৈদিক জ্ঞান; আত্মনঃ—তার নিজের; স্থাপত্যম্—স্থাপত্য; চ—ও; অসৃজৎ—সৃষ্টি করেছিলেন; বেদম্—জ্ঞান; ক্রমাৎ—যথাক্রমে; পূর্ব-আদিভিঃ—পূর্ব মুখ থেকে শুরু করে; মুখৈঃ—মুখের দ্বারা।

অনুবাদ

তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞান, যুদ্ধকলা, সঙ্গীতকলা ও স্থাপত্য বিজ্ঞান—এই সমস্ত বেদ থেকে রচনা করেছিলেন। এইগুলি তাঁর পূর্ব মুখ থেকে শুরু করে একে একে প্রকাশিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

বেদে পূর্ণজ্ঞান রয়েছে, যা কেবল এই গ্রহের মানব সমাজের জন্যই নয়, অধিকন্তু অন্যান্য সমস্ত গ্রহের মানব সমাজের আবশ্যকীয় সর্বপ্রকার জ্ঞান এর মধ্যে রয়েছে। এখানে বোঝা যায় যে, সঙ্গীতকলার মতো সামরিক বিজ্ঞানও সমাজ ব্যবস্থার সংরক্ষণের জন্য আবশ্যক। এই সমস্ত বিভাগের জ্ঞানকে বলা হয় উপপুরাণ বা বেদের অনুপূরক জ্ঞান। পারমার্থিক জ্ঞান হচ্ছে বেদের মুখ্য বিষয়, কিন্তু মানুষের পারমার্থিক জ্ঞানের অন্বেষণে সহায়তা করার জন্য, উল্লিখিত বৈদিক জ্ঞানের আনুষঙ্গিক শাখাসমূহের বিস্তার হয়।

শ্লোক ৩৯

ইতিহাসপুরাণানি পঞ্চমং বেদমীশ্বরঃ ।
সর্বেভ্য এব বক্ত্রেভ্যঃ সসৃজে সর্বদর্শনঃ ॥ ৩৯ ॥

ইতিহাস—ইতিবৃত্ত; পুরাণানি—পুরাণ (বেদের পূরক); পঞ্চমম্—পঞ্চম; বেদম্—বৈদিক শাস্ত্র; ঈশ্বরঃ—ভগবান; সর্বেভ্যঃ—সমগ্র; এব—নিশ্চয়ই; বক্ত্রেভ্যঃ—তাঁর মুখ থেকে; সসৃজে—সৃষ্টি করেছিলেন; সর্ব—সমগ্র দিক; দর্শনঃ—যিনি সমগ্র কাল দর্শন করতে পারেন।

অনুবাদ

যেহেতু তিনি সমগ্র অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দর্শন করতে পারেন, তাই তিনি তখন তাঁর সমস্ত মুখ থেকে পঞ্চম বেদ—পুরাণ ও ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই পৃথিবীর বিশেষ দেশের ও জাতির ইতিহাস রয়েছে, কিন্তু পুরাণসমূহ হচ্ছে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাস, তাও আবার কেবল এই কল্পেরই নয়, অন্যান্য বহু কল্পের। ব্রহ্মার এই সমস্ত ঐতিহাসিক তত্ত্ব জানা আছে, এবং তাই সমস্ত পুরাণগুলি হচ্ছে ইতিহাস। মূলত ব্রহ্মার রচনা বলে সেইগুলিও বেদের অঙ্গ এবং তাদের বলা হয় পঞ্চম বেদ।

শ্লোক ৪০

ষোড়শ্যুক্থৌ পূর্ববক্ত্রাৎপুরীষ্যাগ্নিষ্টুতাবথ ।
আপ্তোর্যামাতিরাত্রৌ চ বাজপেয়ং সগোসবম্ ॥ ৪০ ॥

ষোড়শী-উক্থৌ—এক প্রকার যজ্ঞ; পূর্ব-বক্ত্রাৎ—পূর্ব মুখ থেকে; পুরীষি-অগ্নিষ্টুতৌ—এক প্রকার যজ্ঞ; অথ—তারপর; আপ্তোর্যাম-অতিরাত্রৌ—এক প্রকার যজ্ঞ; চ—এবং; বাজপেয়ম্—এক প্রকার যজ্ঞ; স-গোসবম্—এক প্রকার যজ্ঞ।

অনুবাদ

বিভিন্ন প্রকারের যজ্ঞ (ষোড়শী, উক্থ, পুরীষি, অগ্নিষ্টোম, আপ্তোর্যাম, অতিরাত্র, বাজপেয় ও গোসব) ব্রহ্মার পূর্ব মুখ থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

শ্লোক ৪১

বিদ্যা দানং তপঃ সত্যং ধর্মস্যেতি পদানি চ ।
আশ্রমাংশ্চ যথাসংখ্যমসৃজৎসহ বৃত্তিভিঃ ॥ ৪১ ॥

বিদ্যা—শিক্ষা; দানম্—দান; তপঃ—তপশ্চর্যা, সত্যম্—সত্য; ধর্মস্য—ধর্মের; ইতি—এইভাবে; পদানি—চার পা; চ—ও; আশ্রমান্—আশ্রম; চ—ও; যথা—যেমন; সংখ্যম্—সংখ্যায়; অসৃজৎ—সৃষ্টি করেছেন; সহ—সহ; বৃত্তিভিঃ—বৃত্তির দ্বারা।

অনুবাদ

বিদ্যা, দান, তপশ্চর্যা ও সত্য—এইগুলিকে ধর্মের চারটি পা বলা হয়, এবং সেইগুলি জানবার জন্য জীবনের চারটি আশ্রম এবং বৃত্তি অনুসারে চারটি বর্ণ-বিভাগ রয়েছে। ধারাবাহিক ক্রম অনুসারে ব্রহ্মা সেইগুলি সৃষ্টি করেছেন।

তাৎপর্য

চারটি আশ্রম—ব্রহ্মচর্য বা ছাত্রজীবন, গৃহস্থ বা পারিবারিক জীবন, বানপ্রস্থ বা তপশ্চর্যার অনুশীলনের জন্য অবসর জীবন, এবং সন্ন্যাস বা সত্যের প্রচারের জন্য ত্যাগের জীবন হচ্ছে ধর্মের চারটি পা। বৃত্তি অনুসারে বর্ণ-বিভাগ—ব্রাহ্মণ বা বুদ্ধিমান শ্রেণী, ক্ষত্রিয় বা প্রশাসক শ্রেণী, বৈশ্য বা ব্যবসায়ি শ্রেণী, এবং শূদ্র বা সাধারণ শ্রমিক শ্রেণী, যাদের কোন বিশেষ গুণাবলী নেই। এইগুলি আত্মতত্ত্ব উপলব্ধির মার্গে উন্নতি সাধনের জন্য ব্রহ্মা কর্তৃক সুসংবদ্ধভাবে পরিকল্পিত এবং রচিত হয়েছিল। ব্রহ্মচর্য-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান অর্জন করা; গৃহস্থ-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে দানশীল মনোবৃত্তি সহকারে সম্পন্ন ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জীবন, বানপ্রস্থ আশ্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে পারমার্থিক জীবনের উন্নতি সাধনের জন্য তপশ্চর্যা এবং সন্ন্যাস-আশ্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে জনসাধারণের কাছে পরমতত্ত্ব প্রচার করা। সমাজের সমস্ত সদস্যদের সম্মিলিত কার্যকলাপ মানবজীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনের স্তরে মানুষকে উন্নীত করার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে। এই সমাজ-ব্যবস্থার শুরুতে মানুষকে শিক্ষা দেওয়া হয় তাদের পশু প্রবৃত্তিগুলির বিশুদ্ধিকরণের জন্য এবং সেই বিশুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়ার চরম স্তর হচ্ছে পরম পবিত্র পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে জানা।

শ্লোক ৪২

সাবিত্রং প্রাজাপত্যং চ ব্রাহ্মং চাথ বৃহত্তথা ।
বার্তাসঞ্চয়শালীনশিলোঞ্ছ ইতি বৈ গৃহে ॥ ৪২ ॥

সাবিত্রম্—উপনয়ন সংস্কার; প্রাজাপত্যম্—বর্ষব্যাপী ব্রত-আচরণ; চ—এবং; ব্রাহ্মম্—বেদ গ্রহণ; চ—এবং; অথ—ও; বৃহৎ—নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী-জীবন; তথা—

তারপর; **বার্তা**—বৈদিক বিধান অনুসারে জীবিকা গ্রহণ; **সঞ্চয়**—বৃত্তিগত কর্তব্য; **শালীন**—অন্য কারোর সাহায্য না চেয়ে জীবনধারণ; **শিল-উঞ্ছঃ**—পরিত্যক্ত শস্য আহরণ করে জীবনধারণ; **ইতি**—এইভাবে; **বৈ**—যদিও; **গৃহে**—গৃহস্থ-জীবনে।

অনুবাদ

তারপর সাবিত্র বা দ্বিজদের উপনয়ন সংস্কার, প্রাজাপত্য বা বর্ষব্যাপী ব্রত অবলম্বন, ব্রাহ্ম বা বেদ গ্রহণ, বৃহদ্‌ব্রত বা আমরণ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য, বার্তা বা বৈদিক নির্দেশ অনুসারে জীবিকা-নির্বাহ, সঞ্চয় বা যাজনাদি বৃত্তি, শালীন বা অযাচিত বৃত্তি, এবং শিলোঞ্ছ বা পরিত্যক্ত শস্য সংগ্রহের দ্বারা জীবিকা-নির্বাহ—এই সমস্ত গৃহের কর্তব্যসমূহ ব্রহ্মা সৃষ্টি করলেন।

তাৎপর্য

ছাত্রাবস্থায় ব্রহ্মচারীদের মানবজীবনের গুরুত্ব সম্বন্ধে পূর্ণ শিক্ষা দেওয়া হত। এইভাবে মৌলিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদের সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হতে অনুপ্রাণিত করা। কেবল যে সমস্ত ছাত্র জীবনের এই প্রকার ব্রত গ্রহণ করতে পারত না, তাদেরই গৃহে ফিরে গিয়ে উপযুক্ত পত্নীর পাণিগ্রহণ করার অনুমতি দেওয়া হত। অন্যথায় ছাত্রেরা আজীবন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যের ব্রত গ্রহণ করতেন। তা সব নির্ভর করত ছাত্রের শিক্ষার গুণগত মানের উপর। এই রকম একজন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মহা সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল, এবং তিনি হচ্ছেন আমাদের পরমারাধ্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত গোস্বামী মহারাজ।

শ্লোক ৪৩

বৈখানসা বালখিল্যৌদুম্বরাঃ ফেনপা বনে ।
ন্যাসে কুটীচকঃ পূর্বং বহ্বোদো হংসনিষ্ক্রিয়ৌ ॥ ৪৩ ॥

বৈখানসাঃ—যাঁরা সক্রিয় জীবন থেকে নিবৃত্ত হয়ে অর্ধসিদ্ধ খাদ্য আহার করে জীবনধারণ করেন; **বালখিল্য**—যাঁরা নতুন অন্ন পেলে পূর্বসঞ্চিত অন্ন ত্যাগ করেন; **ঔদুম্বরাঃ**—প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করার পর যেইদিক সর্বপ্রথম দেখতে পান, সেইদিক থেকে আহরিত খাদ্যের দ্বারা জীবিকা-নির্বাহকারী; **ফেনপাঃ**—আপনা থেকে পতিত ফল দ্বারা জীবনধারণকারী; **বনে**—বনে; **ন্যাসে**—সন্ন্যাস আশ্রমে; **কুটীচকঃ**—আসক্তিরহিত পারিবারিক জীবন; **পূর্বম্**—প্রথমে; **বহ্বোদঃ**—সব রকম জড়জাগতিক কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় সেবায় যুক্ত হওয়া; **হংসে**—সম্পূর্ণরূপে দিব্যজ্ঞানের অনুশীলনে মগ্ন; **নিষ্ক্রিয়ৌ**—সব রকম কার্যকলাপের নিবৃত্তি।

অনুবাদ

বানপ্রস্থ আশ্রমের চারটি বিভাগ হচ্ছে—বৈখানস, বালখিল্য, ঔদুম্বর ও ফেনপ। সন্ন্যাস আশ্রমের চারটি বিভাগ হচ্ছে—কুটীচক, বহূদক, হংস ও নিষ্ক্রিয়। এইগুলি ব্রহ্মার থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

বর্ণাশ্রম বা সামাজিক ও পারমার্থিক জীবনের চারটি বিভাগ আধুনিক যুগের কোন নতুন সৃষ্টি নয়, যা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা অনেক সময় বলে থাকে। এই ব্যবস্থা সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই কথা ভগবদ্গীতাতেও (৪/১৩) প্রতিপন্ন হয়েছে—*চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টম্* ।

শ্লোক ৪৪

আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্তা দণ্ডনীতিস্তথৈব চ ।
এবং ব্যাহৃতয়শ্চাসন্ প্রণবো হ্যস্য দহ্রতঃ ॥ ৪৪ ॥

আন্বীক্ষিকী—ন্যায়শাস্ত্র; **ত্রয়ী**—ধর্ম, অর্থ ও মোক্ষ—এই তিনটি লক্ষ্য; **বার্তা**—কাম; **দণ্ড**—আইন ও শৃঙ্খলা; **নীতিঃ**—নৈতিক বিধান; **তথা**—তেমনই; **এব চ**—যথাক্রমে; **এবম্**—এইভাবে; **ব্যাহৃতয়ঃ**—ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ প্রসিদ্ধ এই মন্ত্র; **চ**—ও; **আসন্**—প্রাদুর্ভূত হয়েছে; **প্রণবঃ**—ওঁকার; **হি**—নিশ্চয়ই; **অস্য**—তাঁর (ব্রহ্মার); **দহ্রতঃ**—হৃদয় থেকে।

অনুবাদ

তর্কবিদ্যা, বেদ-নির্ধারিত জীবনের লক্ষ্য, আইন-শৃঙ্খলা, নীতিশাস্ত্র এবং প্রসিদ্ধ মন্ত্র ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ, এই সবই ব্রহ্মার মুখ থেকে প্রকাশিত হয়েছে, এবং প্রণব ওঁকার প্রকাশিত হয়েছে তাঁর হৃদয় থেকে।

শ্লোক ৪৫

তস্যোষ্ণিগাসীল্লোমভ্যো গায়ত্রী চ ত্বচো বিভোঃ ।
ত্রিষ্টুম্মাংসাৎস্নুতোঽনুষ্টুব্জগত্যস্থ্নঃ প্রজাপতেঃ ॥ ৪৫ ॥

তস্য—তাঁর; উষ্ণিক্—একটি বৈদিক ছন্দ; আসীৎ—উৎপন্ন হয়েছে; লোমভ্যঃ—তাঁর শরীরের লোম থেকে; গায়ত্রী—মুখ্য বৈদিক মন্ত্র; চ—ও; ত্বচঃ—ত্বক থেকে; বিভোঃ—ভগবানের; ত্রিষ্টুপ্—একটি বিশেষ ছন্দ; মাংসাৎ—মাংস থেকে; স্নুতঃ—স্নায়ু থেকে; অনুষ্টুপ্—আর এক প্রকার ছন্দ; জগতী—আর এক প্রকার ছন্দ; অস্থ্নঃ—অস্থি থেকে; প্রজাপতেঃ—প্রজাপতির।

অনুবাদ

তারপর সর্বশক্তিমান প্রজাপতির দেহের লোম থেকে উষ্ণিক্ নামক বৈদিক ছন্দ, ত্বক থেকে প্রধান বৈদিক মন্ত্র গায়ত্রী, মাংস থেকে ত্রিষ্টুপ্, স্নায়ু থেকে অনুষ্টুপ্, এবং অস্থি থেকে জগতী ছন্দ উৎপন্ন হয়েছে।

শ্লোক ৪৬

মজ্জায়াঃ পঙ্‌ক্তিরুৎপন্না বৃহতী প্রাণতোঽভবৎ ॥ ৪৬ ॥

মজ্জায়াঃ—মজ্জা থেকে; পঙ্‌ক্তিঃ—এক প্রকার ছন্দ; উৎপন্না—প্রকাশিত হয়েছে; বৃহতী—আর এক প্রকার ছন্দ; প্রাণতঃ—প্রাণ থেকে; অভবৎ—উৎপন্ন হয়েছে।

অনুবাদ

পদ্য লেখার কলা বা পঙ্‌ক্তি তাঁর মজ্জা থেকে উৎপন্ন হয়েছে, এবং বৃহতী নামক আর এক প্রকার ছন্দ প্রজাপতির প্রাণ থেকে উৎপন্ন হয়েছে।

শ্লোক ৪৭

স্পর্শস্তস্যাভবজ্জীবঃ স্বরো দেহ উদাহৃত ।
ঊষ্মাণমিন্দ্রিয়াণ্যাহুরন্তঃস্থা বলমাত্মনঃ ।
স্বরাঃ সপ্ত বিহারেণ ভবন্তি স্ম প্রজাপতেঃ ॥ ৪৭ ॥

স্পর্শঃ—ক থেকে ম পর্যন্ত বর্ণসমূহ; তস্য—তাঁর; অভবৎ—হয়েছে; জীবঃ—জীবাত্মার; স্বরঃ—স্বরবর্ণ; দেহঃ—তাঁর দেহ; উদাহৃতঃ—ব্যক্ত হয়েছে; ঊষ্মাণম্—শ, ষ, স ও হ এই কটি বর্ণ; ইন্দ্রিয়াণি—ইন্দ্রিয়সমূহ; আহুঃ—বলা হয়; অন্তঃস্থাঃ—অন্তঃস্থ বর্ণসমূহ (য, র, ল ও ব); বলম্—শক্তি; আত্মনঃ—তাঁর নিজের; স্বরাঃ—সঙ্গীত; সপ্ত—সাতটি; বিহারেণ—ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকলাপের দ্বারা; ভবন্তি স্ম—প্রকাশিত হয়েছে; প্রজাপতেঃ—প্রজাপতির।

অনুবাদ

ব্রহ্মার আত্মা থেকে স্পর্শবর্ণ, দেহ থেকে স্বরবর্ণ, ইন্দ্রিয় থেকে উষ্মবর্ণ, বল থেকে অন্তঃস্থবর্ণ এবং তাঁর ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ থেকে সঙ্গীতের সাতটি স্বর উদ্ভূত হয়েছে।

তাৎপর্য

সংস্কৃতে তেরটি স্বরবর্ণ ও পঁয়ত্রিশটি ব্যঞ্জনবর্ণ রয়েছে। স্বরবর্ণ গুলি হচ্ছে অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, এ, ঐ, ও, ঔ, এবং ব্যঞ্জনবর্ণগুলি হচ্ছে ক, খ, গ, ঘ, ইত্যাদি। ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে প্রথম পঁচিশটিকে বলা হয় স্পর্শবর্ণ। এছাড়া রয়েছে চারটি অন্তঃস্থবর্ণ। উষ্মবর্ণ হচ্ছে শ, ষ ও স। সঙ্গীতের স্বর হচ্ছে সা-রে-গা-মা-পা-ধা ও নি। এই সমস্ত শব্দতরঙ্গকে মূলত শব্দব্রহ্ম বা চিন্ময় শব্দ বলা হয়। তাই বলা হয় যে, শব্দব্রহ্মের অবতাররূপে ব্রহ্মার সৃষ্টি মহাকল্পে হয়েছিল। বেদ হচ্ছে চিন্ময় শব্দ, এবং তাই বৈদিক সাহিত্যের কোন রকম জড়জাগতিক বিশ্লেষণের আবশ্যকতা নেই। বেদের উচ্চারণ করতে হবে যথাযথভাবে, যদিও তা আমাদের পরিচিত জড় অক্ষরের মাধ্যমে সাংকেতিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। চরমে জড় বলে কিছু নেই কেননা সব কিছুরই উৎস হচ্ছে চিৎ জগৎ। তাই, প্রকৃতপক্ষে জড় জগৎকে সঠিক অর্থেই মায়িক বলা হয়। যাঁরা আত্ম-তত্ত্ববেত্তা তাঁদের কাছে সব কিছুই চিন্ময়।

শ্লোক ৪৮

শব্দব্রহ্মাত্মনস্তস্য ব্যক্তাব্যক্তাত্মনঃ পরঃ ।
ব্রহ্মাবভাতি বিততো নানাশক্ত্যুপবৃংহিতঃ ॥ ৪৮ ॥

শব্দ-ব্রহ্ম—চিন্ময় শব্দ; **আত্মনঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **তস্য**—তাঁর; **ব্যক্ত**—প্রকাশিত; **অব্যক্ত-আত্মনঃ**—অব্যক্তের; **পরঃ**—অতীত; **ব্রহ্মা**—পরমতত্ত্ব; **অবভাতি**—পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে; **বিততঃ**—বিতরণ করে; **নানা**—বিবিধ; **শক্তি**—শক্তিসমূহ; **উপবৃংহিতঃ**—সমন্বিত।

অনুবাদ

শব্দ-ব্রহ্মের উৎসরূপে ব্রহ্মা পরমেশ্বর ভগবানের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি, এবং তাই তিনি ব্যক্ত ও অব্যক্ত ধারণার অতীত। ব্রহ্মা হচ্ছেন পরম তত্ত্বের পূর্ণ প্রকাশ এবং তিনি বিবিধ শক্তি-সমন্বিত।

তাৎপর্য

এই ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মার পদ হচ্ছে সর্বোচ্চ দায়িত্বপূর্ণ পদ, এবং ব্রহ্মাণ্ডের সবচাইতে যোগ্য ব্যক্তিকে এই পদ দেওয়া হয়। কখনও কখনও সেই পদের উপযুক্ত ব্যক্তির অভাব হলে, ভগবান নিজে ব্রহ্মার পদ গ্রহণ করেন। জড় জগতে ব্রহ্মা ভগবানের পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করেন, এবং চিন্ময় শব্দ প্রণব তাঁর থেকে প্রকাশিত হয়। তাই তিনি বিবিধ শক্তি-সমন্বিত, এবং ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ আদি দেবতারা তাঁর থেকে প্রকাশিত হন। যদিও তিনি তাঁর নিজের কন্যাকে উপভোগ করার প্রবণতা প্রদর্শন করেছিলেন, তবুও তাঁর দিব্য মাহাত্ম্য হ্রাস পায়নি। ব্রহ্মা কর্তৃক এই প্রকার প্রবৃত্তি প্রদর্শনের একটি উদ্দেশ্য ছিল, এবং সেই জন্য তাঁকে একজন সাধারণ জীব বলে মনে করে নিন্দা করা উচিত নয়।

শ্লোক ৪৯

ততোঽপরামুপাদায় স সর্গায় মনো দধে ॥ ৪৯ ॥

ততঃ—তারপর; **অপরাম্**—অন্য; **উপাদায়**—গ্রহণ করে; **সঃ**—তিনি; **সর্গায়**—সৃষ্টি সম্বন্ধে; **মনঃ**—মন; **দধে**—মনোযোগ দিয়েছিলেন।

অনুবাদ

তারপর ব্রহ্মা অন্য আর একটি শরীর গ্রহণ করেছিলেন, যার মাধ্যমে যৌনজীবন নিষিদ্ধ ছিল না, এইভাবে তিনি সৃষ্টিকার্যে মনোনিবেশ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মার পূর্ব শরীর ছিল দিব্য, এবং যৌনজীবনের প্রতি তাঁর আসক্তি নিষিদ্ধ ছিল, তাই তাঁকে যৌনজীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার জন্য আর একটি শরীর গ্রহণ করতে হয়েছিল। এইভাবে তিনি সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাঁর পূর্বের শরীরটি কুজ্ঝটিকায় পরিণত হয়েছিল।

শ্লোক ৫০

ঋষীণাং ভূরিবীর্যাণামপি সর্গমবিস্তৃতম্ ।
জ্ঞাত্বা তদ্‌হৃদয়ে ভূয়শ্চিন্তয়ামাস কৌরব ॥ ৫০ ॥

ঋষীণাম্—মহর্ষিদের; ভূরি-বীর্যাণাম্—মহাবীর্যবান; অপি—সত্ত্বেও ; সর্গম্—সৃষ্টি; অবিস্তৃতম্—সংক্ষিপ্ত; জ্ঞাত্বা—জেনে; তৎ—তা; হৃদয়ে—তাঁর হৃদয়ে; ভূয়ঃ—পুনরায়; চিন্তয়াম্ আস—তিনি চিন্তা করতে শুরু করেছিলেন; কৌরব—হে কুরুপুত্র।

অনুবাদ

হে কৌরব! ব্রহ্মা যখন দেখলেন যে মহাবীর্যবান ঋষিদের উপস্থিতি সত্ত্বেও জনসংখ্যা পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পেল না, তখন তিনি গভীরভাবে চিন্তা করতে শুরু করলেন কিভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়।

শ্লোক ৫১

অহো অদ্ভুতমেতন্মে ব্যাপৃতস্যাপি নিত্যদা ।
ন হ্যেধন্তে প্রজা নূনং দৈবমত্র বিঘাতকম্ ॥ ৫১ ॥

অহো—হায়; অদ্ভুতম্—আশ্চর্যজনক; এতৎ—এই; মে—আমার জন্য; ব্যাপৃতস্য—নিযুক্ত হয়ে; অপি—যদিও; নিত্যদা—সর্বদা; ন—করে না; হি—নিশ্চয়ই; এধন্তে—উৎপাদন করে; প্রজাঃ—জীবসমূহ; নূনম্—তা সত্ত্বেও; দৈবম্—অদৃষ্ট; অত্র—এখানে; বিঘাতকম্—প্রতিবন্ধক।

অনুবাদ

ব্রহ্মা মনে মনে ভাবলেন—আহা, কি আশ্চর্য! আমি সর্বদা সৃষ্টিকার্যে ব্যাপৃত রয়েছি, তবুও আমার প্রজাসমূহ বিস্তার লাভ করছে না। দৈব ছাড়া এই দুর্ভাগ্যের আর অন্য কোন কারণ নেই।

শ্লোক ৫২

এবং যুক্তকৃতস্তস্য দৈবঞ্চাবেক্ষতস্তদা ।
কস্য রূপমভূদ্ দ্বেধা যৎকায়মভিচক্ষতে ॥ ৫২ ॥

এবম্—এইভাবে; যুক্ত—চিন্তা করে; কৃতঃ—যখন তা করছিলেন; তস্য—তাঁর; দৈবম্—দিব্যশক্তি; চ—ও; অবেক্ষতঃ—নিরীক্ষণ করে; তদা—তখন; কস্য—ব্রহ্মার; রূপম্—রূপ; অভূৎ—প্রকাশিত হয়েছিল; দ্বেধা—দ্বিধা বিভক্ত; যৎ—যা; কায়ম্—তাঁর দেহ; অভিচক্ষতে—বলা হয়।

অনুবাদ

এইভাবে তিনি যখন চিন্তামগ্ন ছিলেন এবং দৈবশক্তি নিরীক্ষণ করছিলেন, তখন তাঁর দেহ থেকে আরও দুইটি মূর্তি প্রকাশিত হয়েছিল। সেইগুলি ব্রহ্মার দেহ বলে প্রসিদ্ধ।

তাৎপর্য

ব্রহ্মার দেহ থেকে দুটি শরীর প্রকট হয়েছিল। তার একটির শ্মশ্রু রয়েছে, এবং অন্যটির বক্ষঃস্থল ছিল স্ফীত। তাদের আবির্ভাবের উৎস কেউই ব্যাখ্যা করতে পারে না, এবং তাই আজ পর্যন্ত তারা কায়ম্ বা ব্রহ্মার দেহ বলে পরিচিত। ব্রহ্মার পুত্র ও কন্যারূপে তাদের সম্পর্কের কোন উল্লেখ নেই।

শ্লোক ৫৩

তাভ্যাং রূপবিভাগাভ্যাং মিথুনং সমপদ্যত ॥ ৫৩ ॥

তাভ্যাম্—তাদের; রূপ—রূপ; বিভাগাভ্যাম্—এইভাবে বিভক্ত হয়ে; মিথুনম্—যৌন সম্পর্ক; সমপদ্যত—পূর্ণরূপে সম্পন্ন হয়েছে।

অনুবাদ

সদ্য বিভক্ত দেহ দুটি যৌন সম্পর্কের দ্বারা যুক্ত হয়েছিল।

শ্লোক ৫৪

যস্তু তত্র পুমান্ সোঽভূন্মনুঃ স্বায়ম্ভুবঃ স্বরাট্ ।
স্ত্রী যাসীচ্ছতরূপাখ্যা মহিষ্যস্য মহাত্মনঃ ॥ ৫৪ ॥

যঃ—যিনি; তু—কিন্তু; তত্র—সেখানে; পুমান্—পুরুষ; সঃ—তিনি; অভূৎ—হয়েছিলেন; মনুঃ—মানবজাতির পিতা; স্বায়ম্ভুবঃ—স্বায়ম্ভুব নামক; স্বরাট্—সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন; স্ত্রী—নারী; যা—যিনি; আসীৎ—ছিলেন; শতরূপা—শতরূপা নামক; আখ্যা—এইভাবে পরিচিত; মহিষী—সম্রাজ্ঞী; অস্য—তাঁর; মহাত্মনঃ—মহান আত্মা।

অনুবাদ

তাঁদের মধ্যে যিনি পুরুষ তিনি স্বায়ম্ভুব মনু নামে পরিচিত হন, এবং যিনি স্ত্রী তিনি মহাত্মা মনুর মহিষী শতরূপা নামে পরিচিতা হয়েছিলেন।

শ্লোক ৫৫

তদা মিথুনধর্মেণ প্রজা হ্যেধাম্বভূবিরে ॥ ৫৫ ॥

তদা—সেই সময়; মিথুন—যৌনজীবন; ধর্মেণ—ধর্মতত্ত্ব অনুসারে; প্রজাঃ—সন্তান-সন্ততি; হি—নিশ্চয়ই; এধাম্—বৃদ্ধি পায়; বভূবিরে—হয়েছিল।

অনুবাদ

সেই সময় থেকে মৈথুন-ধর্মের দ্বারা প্রজাসমূহ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে লাগল।

শ্লোক ৫৬

স চাপি শতরূপায়াং পঞ্চাপত্যান্যজীজনৎ ।
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ তিস্রঃ কন্যাশ্চ ভারত ।
আকূতির্দেবহূতিশ্চ প্রসূতিরিতি সত্তম ॥ ৫৬ ॥

সঃ—তিনি (মনু); চ—ও; অপি—যথাসময়ে; শতরূপায়াম্—শতরূপা থেকে; পঞ্চ—পাঁচ; অপত্যানি—সন্তান; অজীজনৎ—উৎপন্ন হয়েছিল; প্রিয়ব্রত—প্রিয়ব্রত; উত্তানপাদৌ—উত্তানপাদ; তিস্রঃ—তিন সংখ্যক; কন্যাঃ—কন্যা; চ—ও; ভারত—হে ভরতের পুত্র; আকূতিঃ—আকূতি; দেবহূতিঃ—দেবহূতি; চ—এবং; প্রসূতিঃ—প্রসূতি; ইতি—এইভাবে; সত্তম—হে সর্বোত্তম।

অনুবাদ

হে ভারত! যথাসময়ে তিনি (মনু) শতরূপা থেকে পাঁচটি সন্তান প্রাপ্ত হয়েছিলেন—দুই পুত্র প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ, এবং তিনটি কন্যা আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি।

শ্লোক ৫৭

আকূতিং রুচয়ে প্রাদাৎকর্দমায় তু মধ্যমাম্ ।
দক্ষায়াদাৎপ্রসূতিং চ যত আপূরিতং জগৎ ॥ ৫৭ ॥

আকূতিম্—আকূতি নামক কন্যাকে; রুচয়ে—মহর্ষি রুচিকে; প্রাদাৎ—দান করেছিলেন; কর্দমায়—মহর্ষি কর্দমকে; তু—কিন্তু; মধ্যমাম্—মধ্যম কন্যা (দেবহূতি);

দক্ষায়—দক্ষকে; অদাৎ—দান করেছিলেন; প্রসূতিম্—কনিষ্ঠা কন্যা; চ—ও; যতঃ—যেখান থেকে; আপূরিতম্—পূর্ণ হয়েছে; জগৎ—সমগ্র বিশ্ব।

অনুবাদ

পিতা মনু তাঁর প্রথম কন্যা আকূতিকে রুচি নামক ঋষিকে দান করেন, মধ্যমা কন্যা দেবহূতিকে কর্দম নামক ঋষিকে দান করেন, এবং কনিষ্ঠা কন্যা প্রসূতিকে দক্ষের নিকট দান করেন। তাঁদের থেকে সমগ্র জগৎ জনসংখ্যায় পূর্ণ হয়েছে।

তাৎপর্য

বিশ্বের প্রজা সৃষ্টির ইতিহাস এখানে দেওয়া হয়েছে। ব্রহ্মা হচ্ছেন এই ব্রহ্মাণ্ডের আদি জীব, যাঁর থেকে স্বায়ম্ভুব মনু ও তাঁর স্ত্রী শতরূপার উৎপত্তি হয়। মনু থেকে দুই পুত্র ও তিন কন্যার জন্ম হয়, এবং তাদের থেকে বিভিন্ন লোকে আজ পর্যন্ত জনসংখ্যা প্রাদুর্ভূত হচ্ছে। তাই ব্রহ্মা হচ্ছেন সকলের পিতামহ, এবং পরমেশ্বর ভগবান ব্রহ্মার পিতা হওয়ার ফলে, সমস্ত জীবের প্রপিতামহ নামে পরিচিত। ভগবদ্গীতায় (১১/৩৯) তা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥

"আপনি বায়ু, ধর্মরাজ, অগ্নি, বরুণ আদি সকলের প্রভু। আপনি চন্দ্র, এবং আপনি হচ্ছেন প্রপিতামহ। তাই, আমি বার বার আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 'কুমার ও অন্যান্যদের সৃষ্টি' নামক দ্বাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।